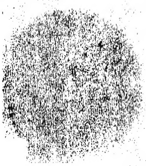
বুদ্ধদেব-চরিত

দেব নাটক



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বুদ্ধদেব-চরিত

দেব নাটক

শনিবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১২৯২ সাল,
ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

এড্‌উইন্ আর্‌নল্‌ড,

এম্ এ, এফ্ আর জি এস,

এফ আর এ এস্, সি এস্ আই,

মহাশয়েষু

কবিবর,

আপনার জগদ্বিখ্যাত "Light of Asia" নামক কাব্যখানি অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছি। হে মহাশয়, আপনার কর-কমলে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি, নিজগুণে গ্রহণ করুন।

বাগবাজার, কলিকাতা

১লা বৈশাখ, ১২৯৪ সাল

ঋণী—

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

বিষ্ণু।

শুদ্ধোদন	...	...	কপিলবাস্তুর রাজা।
সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব)	...	...	ঐ পুত্র।
রাহুল	...	...	সিদ্ধার্থের পুত্র।
ছন্দক	...	..	সারথি।
শ্রীকালদেবল	...	...	শাক্যকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী ঋষি।
নালক	...	...	ঐ ভাগিনেয়।
বিম্বাসার	...	...	মগধাধিপতি।
কাশ্যপ	...	...	জনৈক মুনি।

মন্ত্রী, বিদুষক, গণকদ্বয়, রাজদূত, দূতগণ, বাহকগণ, যন্ত্রী, বৃদ্ধ, রুগ্ন, ভিক্ষু, পণ্ডিত, শিষ্যগণ, পুরোহিতদ্বয়, রাখাল, দস্যুগণ, বিম্বাসারের মন্ত্রী, ব্রাহ্মণদ্বয়, বণিক, ব্রাহ্মণ, দেবগণ, সিদ্ধচারণগণ, মার, সন্দেহ, কুসংস্কার, আত্মবোধ, বিঘ্নকারিগণ বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

দয়া।

মহামায়া	...	...	জ্যেষ্ঠা রাজ মহিষী (সিদ্ধার্থের প্রসূতি)
গৌতমী	..	...	কনিষ্ঠা রাজমহিষী।
গোপা	...	...	সিদ্ধার্থের স্ত্রী।
সুজাতা	..	...	জনৈক বণিক-পত্নী।
পূর্ণা	...	...	ঐ সখী।

ধাত্রী, দেবীগণ দেববালাদ্বয়, জনৈক স্ত্রীলোক (পুত্রহারা রমণী)
রতি, প্রবৃত্তি, সখিগণ, ইত্যাদি।

বুদ্ধদেব-চরিত

সূচনা

গোলোকধাম

লীলা-কমল হস্তে বিষ্ণু আসীন—সম্মুখে করযোড়ে দয়া দণ্ডায়মানা

দয়া। হৃদিপদ্ম হ'তে, প্রভু, সৃজিলে আমারে,
সৃষ্টিকর্ত্তা সনাতন!
ধরাধামে করি বিচরণ
মানব-হৃদয়াসনে;
এতদিন ছিল না যন্ত্রণা,
এবে, প্রভু, দারুণ তাড়না!
আর ত সহেনা—
হের, জীর্ণ শীর্ণ কলেবর!
নিষ্ঠুরতা দিতেছে হে ধর্ম্মের দোহাই!
বল, প্রভু, কোথা স্থান পাই?
মানবহৃদয়ে পূর্ণ তার অধিকার।

যে ব্রাহ্মণ করিতে স্থাপন
বার বার কলেবর করেছে ধারণ,
হৃদয়ে তাহার বিকাশ আমার,—
বিরোধী তাহারা সবে ;
নরে দেয় যুক্তি, আছে শাস্ত্রে উক্তি,
দেব-ভক্তি—বলিদানে !
নিত্য দেবার্চ্চনে
মরে কোটি কোটি প্রাণী ।
দিবা-নিশি শান্তি নাহি জানি,
সতত বিকল প্রাণ মোর,
ধর্ম্ম-ছলে জীবের সংহার !
নিষ্ঠুরতা করে অধিকার—
নিষ্ঠুর ব্যাভার প্রচার ধরণীধামে ।
জিনি কোটি বজ্রের ঝঙ্কার,
প্রাণে মম বাজে হাহাকার,
শুন,—আর্ত্তনাদে কলরব করে প্রাণী !
তীক্ষ্ণ খড়্গ ল'য়ে—ঘাতক দাঁড়ায়ে—
প্রাণভয়ে সজল-নয়নে
চাহে মম মুখ পানে ;
নিষ্ঠুর মানব নাহি শুনে মম বাণী ।
কহ, লক্ষ্মীপতি, কিবা গতি হবে মোর ?
পেয়ে ভয়, পদাশ্রয় করেছি গ্রহণ ।

বিষ্ণু । জানি আমি,
যতেক বেদনা সয়েছ গো সুলোচনে !
জানি সতি,

বসুমতা তাপিতা নরের তাপে।
চিন্তা কর দূর—
ধরি পুনঃ নরের আকার,
নর সহ করিব বিহার ;
যজ্ঞ-ছলে প্রাণী-হানি রবেনা ধরায়।
বাসনা আমার,
ধরি তারকা-আকার,
পশিয়াছে শুদ্ধমতি নারীর জঠরে ;
হবে তায় আকার সঞ্চার,
সে আকারে, অবতীর্ণ হব আমি।

দয়া। অন্তর্যামী চিন্তামণি জনক আমার,
শুনি পুনঃ তব অবতার,
মহাভয় হয় হে সঞ্চার হৃদে।
ব্রাহ্মণের হরিতে বেদনা—
হরি, অবতরি' কুঠার ধরিলে করে ;
উঠে তাহে মহা হাহাকার,—
তিন সাতবার নিক্ষত্র হইল ধরা !
হেরি মম অন্তর বিকল—
অশ্রুজলে মেদিনী তিতিনু।
আহা! পতিহীনা নারী, রাজরাজেশ্বরী,
রবি, শশী হেরে নাই যারে—
উদরের তরে দ্বারে দ্বারে
কাঙালিনী সম করিল ভ্রমণ।
পুনঃ হরি, ভীম ধনু ধরি'
দিলে হানা লঙ্কার দুয়ারে,—

হ’ল মহামার, উঠে হাহাকার,
গিরিশৃঙ্গ ঢাকিল রুধিরে,—
রক্ষঃ-দুঃখে সে সময়ে ছিলনা জীবন।
চক্র করে আসিয়ে দ্বাপরে,
করিলে রুধির-ক্রিয়া—
অশ্বরজ্জু হাতে অর্জ্জুনের রথে,
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী করিলে নিপাত,
বজ্রাঘাত বাজিল হৃদয়ে মম!
আহা! শোকাকুলা কৌরব-রমণী—
রোদনের ধ্বনি উঠিল গগন ভেদি’!
নিজ কুল করিলে নির্ম্মূল,
কাঁদালে যাদব-নারী!
পূর্ব্ব কথা স্মরি’ কাঁপে মম কলেবর,
হয় ডর, ওহে চক্রধর,
শুনি, ধরা’পর পুনঃ অবতার তব।
কি হবে না জানি, ওহে চিন্তামণি,
কত কোটি কুলের রমণী
কাঁদিবে হে জগন্নাথ!
দাসী প্রতি কৃপা কর তাত!
কাজ নাই ধরায় গমন;
আজ্ঞা কর মোরে, তব হৃদি’ পরে
আসি’ আমি হই লয়।

বিষ্ণু। শঙ্কা ত্যজ সুবদনি!
বুঝ এবে যুগ-প্রয়োজন,—
দয়ার শাসন স্থাপিব ধরণী’পরে,

যাহে হিংসা ত্যজে পন্থাহীন নরে।
বিদ্যা-দর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অবিদ্যার করিছে অর্চ্চন,
বিদ্যাবলে সে দর্প করিব নাশ,—
অন্য বল নাহি প্রকাশিব।

দয়া। প্রভু, খণ্ডাও সংশয়,
কর অন্তর, বিকাশ,
ভিন্ন ভিন্ন বলের প্রকাশ,
শ্রীনিবাস, কর তুমি কি কারণ?

বিষ্ণু। প্রলয়-পয়োধিজলে সৃষ্টি আবরিত,—
প্রলয়-গর্জ্জনে প্রলয়-তরঙ্গ উঠে,
লয়কারী বহে মহানীর।
কেহ যদি সে রঙ্গ দেখিত,
কভু মনে না ভাবিত
পুনঃ ফলে-ফুলে হাসিবে মেদিনী শ্যামা।
মহাজলে খেলি কুতূহলে
ধরি' ভীম মৎস্য-কলেবর;
আলোড়িত প্রলয়-সাগর—
পুচ্ছাঘাতে প্রলয়-তরঙ্গ ভাঙে—
স্তম্ভিত প্রলয়;—সে সলিল পুনঃ জীবময়,
পুনঃ সৃষ্টি সলিলে স্থাপন;
জলচর ভ্রমে অগণন
প্রলয়ে উপেক্ষা করি',
মীন-দেহে করি, শুভে, বেদের উদ্ধার।
কালে, জলে ধরি কূর্ম্ম-কায়,

পৃষ্ঠ'পরে লইনু ধরায়,
প্রলয় গৌরবহীন!
বরাহ-শরীরে, নামি' ভীম নীরে,
দন্তে ধরি' তুলিনু মেদিনী!
পুনঃ বৎসে, ভুবন-বিকাশ,—
কভু হবে নাশ,
কে ভাবে সম্ভবপর?
ক্রমে দৈত্যগণ তপস্যায় হ'ল বলবান,
দেবগণ কম্পমান সুরপুরে;
দৈত্যের তাড়নে,
দেব-অধিকার না হয় স্থাপন,—
ধরি তায় ভীম নরসিংহ-কায়।

দয়া। প্রভু!
ইচ্ছা মম শুনিবারে নরলীলা তব;
নর-কলেবরে, ধরণী মাঝারে,
কেন ভ্রম নারায়ণ?
কোন্ রূপে হ'ল কিবা বল প্রয়োজন?
নিরঞ্জন, শুনিতে বাসনা হয় মনে।
দেখি নাই প্রলয়-পয়োধি, গুণনিধি,—
প্রলয়-সলিলে—
লীলা বুঝিবারে নারি।
হ'য়ে নর, পীতাম্বর, খেলিলে ধরায়,
নরদেহে বাস, নরের চরিত্র জানি,
তাই, দেব, সুধাই তোমায়
নরকায়-লীলা তব।

বিষ্ণু। জান ভাগ্যবতি,
দানে আমি তুষ্ট অতিশয় ;
দান শিখে দানব দুর্জ্জয়,
দেবগণে করি' পরাভব,
স্থাপিল বৈভব ;
দান-বলে দেহে নাহি অধর্ম্ম সঞ্চার,—
দৈত্যগণে সংহার করিতে নারি।
কাঁদে দেবগণ, নাহি হয় দুঃখ বিমোচন,—
ধরিলাম বামন-শরীর ;
জান তুমি, তিনপদ ভূমি
মাগিনু বলির স্থানে ;
ছলে হরি' দৈত্য-অধিকার,
বাড়াইতে গৌরব দাতার,
দ্বারী হই তার ;
নিজ ছলে বাঁধা আমি বলির দুয়ারে !
পুনঃ প্রয়োজন—
বীর্য্যবান্ হ'ল ক্ষত্রগণ,
দীন হীন ব্রাহ্মণ পীড়ন
করে সবে দিবা-নিশি ;
জান ত রূপসি,
কত তুমি কেঁদেছ ব্রাহ্মণ-দুঃখে !
জন্মিলাম ব্রাহ্মণ-কুমার,—
করি' নিজ মাতার সংহার,
কঠিনতাপূর্ণ করি' হৃদি,
ক্ষত্রগণে নিধন করিনু,

না মানিনু বৃদ্ধ বা বালক ;
দয়া শূন্য হিয়া জননী বধিয়া,
গর্ভস্থ কুমার বধি,—
সংহার ! সংহার ! ভীম অবতার,
মাতৃঘাতী কুঠার লইয়ে করে ।
অতি দর্পে দর্পী লঙ্কেশ্বর,
দেব নাগ নরে, কম্পিত রাবণ-ডরে ;—
মহা দুরাচারী,
করে পর-নারী চুরি,
অবহেলে ব্রহ্মার বচন ।
রামরূপ ধরি, কাননবিহারী,
জটাজুট বাকল ভূষণ ;—
অতি প্রেমে সিংহাসনে শৈশবে পালিত ;
প্রেমময় প্রাণের দোসর ভাই সাথে,
সঙ্গে নারী, আমা হেতু বনচারী,—
সে রমণী করিল হরণ ;
কতই কাঁদিনু, কতই সহিনু,
সীতার বিরহ হেতু ।
সঙ্গে কপিগণ, ভিখারী দু'জন
আক্রমিনু দর্পী লঙ্কাপতি,
দর্পহারী নাম মম তাহে ।
কালে পুনঃ বাড়ে ক্ষত্রবল,
ব্রহ্মা-শিব-নারায়ণ-অস্ত্র-করতল,
হিংসে পরস্পর,—
প্রজাগণ বিকল বিগ্রহে,

শরানলে ত্রিভুবন দহে ;
দীন প্রজাগণ কাঁদে অনুক্ষণ,
আমারে স্মরণ করি' ;—
দীননাথ জন্মিলাম কারাগারে।
ব্রজধামে খেলি' দীন সনে,
দীনের বেদনা বুঝিলাম প্রাণে প্রাণে,
কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলাম চক্র করে ;
হৃদে জাগে দীনের দুর্গতি,—
কভু রথী, সারথি হইনু কভু ;
শান্তিলাভ কৈল প্রজাগণ ;
একচ্ছত্র সিংহাসনে স্থাপি ধর্ম্মরাজে।

দয়া। কহ সবিশেষ, হৃষীকেশ,
বুঝিবারে নারি, হীনমতি নারী,
বিনা অস্ত্রে কেমনে দমিবে নিষ্ঠুরতা ?
কপটতাপরায়ণ যতেক ব্রাহ্মণ,
কেমনে হে মানিবে শাসন ?
নাহি জানি, হরি,
ক্রোধ করি' পুন যদি অস্ত্র ধরি' করে
সংহার সবারে,
তাই ভয় হয়, চিন্তামণি !

বিষ্ণু। বিদ্যাদর্পে দর্পিত ব্রাহ্মণ,
অস্ত্রবলে না হবে শাসন,
সে দর্প দমিব বিদ্যাবলে।
ব্রাহ্মণের উপদেশে পথহারা নর,
ধর্ম্মে ডরি' করে সবে নিষ্ঠুর আচার ;

নব বিধি করিয়ে প্রচার,
ভ্রম দূর করিব সবার,—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করিব ঘোষণা।
যুক্তিবলে বিমুখি' সকলে
জ্ঞান-জ্যোতিঃ করিব বিকাশ;
অজ্ঞানতা-তম হবে নাশ,
যাগ-যজ্ঞ হবে নিবারণ,
দেবার্চ্চনে প্রাণীর হনন
নাহি হবে ধরামাঝে;
আত্মোন্নতি করিতে সাধন,
নরগণ করিবে যতন;
কর্ম্মে কর্ম্মনাশ-আশে,
নির্ব্বাণ-প্রয়াসে,
রিপুগণে করিয়ে দমন,
সদাচারী হইবে মানব।

দয়া। দারুণ সংশয়, দেব, ঘুচাও আমার,—
কটাক্ষে তোমার—সৃজন পালন লয়,
তবে কেন বার বার ধর নরদেহ?
গর্ভবাস কি হেতু বা সহ?
প্রয়োজন ইচ্ছায় সাধিতে পার।

বিষ্ণু। সুলোচনে, শুন বিবরণ—
একা আমি,—নাহি অন্যজন;
ব্যোম, সমীরণ, তপন, সলিল, স্থল,
আমিই সকল,—
মায়াবলে নানারূপে করি কেলি।

সূচনা

আমি জ্ঞান, আমিই অজ্ঞান,
আমি মন-প্রাণ, আমি দয়া,
আমি নিষ্ঠুরতা,
আমি ভক্ত, আমিই ঈশ্বর,
বাসনায় হের চরাচর।
অদ্বিতীয় একব্রহ্ম আমি,
বহুজ্ঞান মায়ার সংযোগে !
দূর কর ভ্রম—
হের, সতি, বিরাট মূরতি মম !

বিরাট মূর্তি ধারণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ-কানন

নালক ও শ্রীকালদেবলের প্রবেশ

নালক। হে মাতুল,
অতুল মহিমা তব ধরণীমণ্ডলে,
পদতলে চিরাশ্রিত দাস ;
কহ দেব, বুঝিবারে নারি,
প্রমোদ-কাননে, কি কারণে
আনিলে আমারে ?
করি, তাত, মুক্তির প্রয়াস,—
উপবনে মন-আশ কেমনে ফলিবে ?

শ্রীকাল। বৎস, ধন্য তুমি নরমাঝে !
যাঁর তরে যোগী করে ধ্যান,
যাঁর নাম পঞ্চানন প্রেমে করে গান,
দেবগণ যাঁর শ্রীচরণ করে আশ,
সেই শ্রীনিবাস করিবেন জনম গ্রহণ,
প্রমোদ-কাননে হবে 'বুদ্ধ অবতার' !

নালক। কহ, দেব, অদ্ভুত কথন,
প্রমোদ-কাননে উদিবেন নারায়ণ !
কোন্ ভাগ্যবতী জঠরে ধ'রেছে তাঁরে ?
কেবা ভাগ্যবান্—
ভগবান্ সন্তান হবেন যাঁর ?

শ্রীকাল। শাক্যকুলে রাজা শুদ্ধোদন,
ধার্ম্মিক সুজন—
পুত্রের কারণ চিন্তে অনুক্ষণ,
যজ্ঞ-ব্রত কৈল কত ;
তার প্রতি সদয় শ্রীহরি,
মহামায়া নামে তার নারী,
সেই গর্ভে বর্দ্ধিত এ পরম সন্তান।

নালক। কহ, দেব, ঘুচাও সংশয়,
হেন গুহ্য সমাচার কিরূপে জানিলে ?

শ্রীকাল। দক্ষিণায়নোৎসব শাক্যকুলে খ্যাত,—
রাজা প্রজা মাতে মহোৎসবে ;
পূর্ণিমার দিনে,
রাজ্ঞী সনে বিলাস-ভবনে
বঞ্চিলেন নরনাথ ;
যামিনীর শেষে,
নিদ্রাবশে মহামায়া দেখিলা স্বপন,—
যেন দেবদূতগণ,
শয্যাসনে সযতনে করিয়ে বহন,
ল'য়ে গেল হিমাচল-শিরে ;
মনোহর সরোবর তথা—
বিনয় বচনে
দূতগণে কৈল আকিঞ্চন,
পার্থিব কলঙ্করাশি-মোচন-কারণ
সরোনীরে করিবারে স্নান ;
অগ্নিস্পর্শে যেমতি কাঞ্চন,

স্নান-অন্তে ধরে রাণী উজ্জ্বল কিরণ ;
দিব্য বাস-ভূষা—
যোগাইল দেবদূতে,
সিংহাসনে বসিল মহিষী ;
হেনকালে নভঃস্থলে খসিল তারকা,
বিমল কিরণে আমোদিত ত্রিভুবন ;
হস্তীর আকার, ষড়দন্ত-শোভিত সুন্দর
তারা মনোহর পশিলা মহিষী-গর্ভে,
দশনে দক্ষিণ পাশ ভেদি ;
উঠিল অমনি—
চারিদিকে জয় জয় ধ্বনি,
বিকাশিল রসহীন তরু,
পুষ্পবরিষণ কৈল দেবগণ,
দুন্দুভি-নিঃস্বন কাঁপাইল দশ দিশি,—
নিদ্রাভঙ্গ হলো অকস্মাৎ,
পূর্ণ গৃহ স্বর্গীয় সৌরভে,
অজানিত সুমঙ্গল-ধ্বনি
পরশিল কর্ণমূলে,
অজানিত হর্ষ বাস করিল হৃদয়ে ,—
কহি' স্বপ্ন-বিবরণ, রাজা শুদ্ধোদন
জিজ্ঞাসিলা মর্ম্ম কিবা তার ?
ল'তে বিবরণ,
গিয়া ত্বরা কৈলাস-ভবন
জিজ্ঞাসিনু মহেশ্বরে,—
শুনিলাম হবে ভবে বুদ্ধ অবতার ।

হের রাজদূতগণ
আসিতেছে রাজ্ঞীরে লইয়ে।
এস বৎস,
অন্তরালে করি অবস্থান। উভয়ের প্রস্থান

মহামায়া, সখিগণ, বাহকবৃন্দ ও রাজদূতগণের প্রবেশ

মহা। শুন সখি,
আজ এই স্থানে করি অবস্থান,—
কহ দূতগণে করিতে বিশ্রাম।
মরি, কি সুন্দর সাজে সেজেছে কানন,—
পিক শুক শারী,
পুষ্পরেণু মাখি' কলেবরে
মহানন্দে ফিরে,
মনোসুখে করে গান ;
মন্দ মন্দ বসন্ত অনিল
খেলিতেছে কিশলয়ে ;
হের, তরঙ্গিত সরসী-হৃদয়,
কুবলয় দোলে মনোহর !
ভৃত্যগণে ল'য়ে যাও অদূর-মন্দিরে,
ফুল চয়ি' নিজ করে দিব ইষ্টদেবে।

সখী। রাণী আজ এই কাননে অবস্থান ক'রবেন ; তোমরা বিশ্রাম করগে।

বাহকবৃন্দ ও রাজদূতগণের একদিকে এবং অপর দিকে মহামায়া ও সখিগণের প্রস্থান

মার, আত্মবোধ ও সন্দেহের প্রবেশ

মার। শুন্‌ছি যেমন, দেখ্‌ছি তেমন, রাণীর যে আকার,
সত্যি এবার আবার অবতার !

আত্ম। হচ্চে কত, যাচ্চে কত, ভাবনা কিসের তার ;
আছি আমি, ভাব্‌ছ কেন, দেব ছারে খার !

মার। কেন চোখে দেখে, ম'র্‌চ ব'কে
ঠকে ঠকে শেখনি ?
আমি আমি ক'র্‌চো বটে,
দেখ্‌বো যখন পড়্‌বি চোটে,
থাক্‌বেনা আর বাক্যি মোটে,
অবতার কি দেখনি ?

সন্দেহ। ভাবনা এত কর্‌চো কেন,
এখনোত দোনোমোনো ?
হয় ত ছেলে, নয়ত মেয়ে,—নয়ত গর্ভপাত।
হয়ত কথা সত্যি নয়, দেব্‌তাগুলোর দেখায় ভয়,
তেমন তেমন যদি হয়, দিন্‌কে ক'রব রাত্‌ !

মার। কাণা তুমি চক্ষু নাই, মিছে বড়াই ক'রচো তাই,
দেখনি কি রাণীর গায়ে চাঁদের কিরণ খেলে ?
কি যে হবে ভাব্‌ছি তাই,
আমারতো আর হাত পা নাই,
ঝাড়ে বংশে মারা যাব জন্মালে এ ছেলে !

আত্ম। আমি রাণীর সঙ্গ নিয়ে,
ছেলের দফা দেব খেয়ে !

মার। পার যদি দেখ'
সাবধানেতে থেক' !

আত্ম। যাও তোম্‌রা চ'লে,—
ফিরে আস্‌বে রাণী, আমি দেখি এক চাল চেলে' !

মার ও সন্দেহের প্রস্থান

মহামায়ার পুনঃ প্রবেশ

মহা। কি হবে না জানি,—
ভেবে মরি দিবস-রজনী,
দেবদেব ভরসা কেবল।
পুত্রমুখ করি দরশন
জুড়াব জীবন,
আশায় নাচায় প্রাণ ;
ভাবি পুনঃ—
অদৃষ্ট তো নহেক তেমন ;
মনোসাধ যদি নাহি পূরে,
লোকমাঝে কোন্ লাজে দেখাব বদন !
নাহি জানি, ভাগ্যবতী আমি কি এমন,
শাক্যবংশধর মম জন্মিবে নন্দন,
রাজার গৃহিণী—রাজার জননী হব।
আহা ! শুনি মম গর্ভের সূচনা,
ভূপতির আনন্দের নাহি আর সীমা ;
এ আশায় নিরাশ কি হব ?
জলে ঝাঁপ দেব, বিধি যদি হন বাম !

আত্ম। আমি কেমন ক'রে মায়া কাটিয়ে যাব গো ! হায় কি হ'ল গো ! রাজাকে ছেড়ে কোথায় যাব গো ?

মহা। আহা ! কে রমণী রোদন করে এ বনে ?
নাহি জানি অভাগিনী পত্নী কার !
কে মা তুমি কাঁদ এ বিজন বনে ?

আত্ম। আমি শাক্যবংশে চিরদিন আছি গো, এতদিনে কোথায় যাব গো—রাজা আমায় বড় আদর করে গো !—

মহা। পাগলিনী বুঝি এ রমণী ;—
নহে এ ত শাক্যকুল-নারী ?
ভূপতিরে স্মরি কেন তবে করিছে রোদন ?
রাজরাণী আমি,—
দেহ মোরে পরিচয় কে তুমি সুন্দরি !
কোন্ কুলে জনম তোমার ?
সম্বন্ধ কি আছে তব শাক্যবংশ সনে ?
বল বল রোদন কি হেতু কর ?
কুলবতি ! কি হেতু বা বসতি ত্যজিয়ে
এসেছ বিজন স্থানে ?
নৃপতির সনে আছে কি গো পরিচয় ?
বল সত্য বাণী,—
যত্ন করি রাখিব তোমায় !

আত্ম। আমার পরিচয় শুনে তোমার কি হবে ? মায়া কি ত্যাগ ক'রতে পার্‌বে ? না, পার্‌বে না। এ বড় কঠিন মায়া ; তবে সর্ব্বনাশ ! আমারও বাস উঠলো।

মহা। শঙ্কা হয় বচনে তোমার,—
কিবা মায়া ত্যজিবারে কহ ?
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?
কি হেতু বা উঠিবে আবাস
আমি মায়া না ত্যজিলে ?

আত্ম। রাজলক্ষ্মী আমি রাণি !
শুন শুন সত্যবাণী,—
তোমার গর্ভের ছেলে দুরাচার,
রাজ্য দেবে ছারে খার ;

আপ্‌নি প্রাণে যাবে মারা !
রাজা কেঁদে হবে সারা !
ভাল চাও ত শুন ভাষ,
নইলে হবে সর্ব্বনাশ !
শীগ্‌গির এই ওষুধ খাও,
গর্ভ অধঃপাতে দাও ॥

প্রস্থান

মহা। আরে রে পিশাচি !
বৃথা তোর প্রলোভন !
দেব-বাক্য করিতে হেলন
উপদেশ দেহ মোরে ?

মার, আত্মবোধ ও সন্দেহের প্রবেশ ও গীত

সারং মিশ্র—পটতাল

হ্যাখ্‌ হ্যাখ্‌ হ্যাখ্‌ হ্যাখ্‌ হ্যাখ্‌ হ্যাখ্‌ হ্যাখ্‌ হ্যাখ্‌
গেল মাগী মারা,—

মহামায়ার মূর্চ্ছা

ছেলে ছেলে ক'রে, হ'ল দিশে হারা ;
হ্যাখ্‌না, হ্যাখ্‌না, বোঝ্‌না, বোঝ্‌না, ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌ !
খেলে খেলে খেলে, খেলে ওরে ছেলে
বাঁচেনা বাঁচেনা এ কথা ঠিক্‌ ॥
তাই তাই তাই, তাই বলে যাই,
কথা যদি শোনে তবু বাঁচে ছাই ;
যাই যাই যাই, তাকাই তাকাই,
মিছে—একি বাঁচে, আর কাজ নাই ;
ওই যম-দূতে এল ওরে নিতে,
হি হি হি হি হাসে ফিক্‌ ফিক্‌ ফিক্‌ ॥

আত্ম। চল চল চল, নে যাই ধ'রে!
সকলে। আগুন আগুন—গেছি মরে!

মহামায়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান

সখিগণের প্রবেশ

সখী। একি! একি! রাজরাণী ধূলা-বিলুণ্ঠিত!
একি দেব-বিড়ম্বনা!
কে আছ রে, শীঘ্র আন বারি;
রাণি! রাণি!—
মহা। দূর হও দুরন্ত পিশাচ,
বংশধর সন্তান জঠরে মোর;
দূর হও নারকীয় চমূ।
সখী। দেখ, রাজ্ঞি, নয়ন মেলিয়া,
আমি সহচরী তব।
মহা। সখি! সখি! কোথা আমি,
গেছে কি পিশাচ দল?
সখী। রাজ্ঞি! দেখ চেয়ে প্রমোদ-কানন,
অকারণ কেন হও উচাটন?
মহা। সখি! শীঘ্র চল এস্থান ত্যজিয়ে,
এই স্থানে দেখিলাম ভীষণ মূরতি,—
যেন অবয়ব তিমিরে গঠিত,
ধেয়ে এ'ল কতশত করতালি দিয়ে;
মরি—তাহে নাহি ডরি,
ভাবি মনে—
পাছে হয় সন্তানের অকল্যাণ।
সখী। দেবি! নাহি ভয়,

গর্ভবতী তুমি সতি, দেবের কৃপায় !
অমঙ্গল-আশঙ্কা কি হেতু কর ?
চল রাণি ! পুরীর ভিতর ।

সকলের প্রস্থান

গণকদ্বয়ের প্রবেশ

১ম গ। কি বল ভট্‌চাজ্ ! শনি আছেন কর্‌কটে ।
২য় গ। ঠিক বলেছ, বটে বটে বটে ।
১ম গ। ভট্‌চাজ্, রাজার বাড়ীর গোণা,—
এবার বিদ্যা যাবে জানা !
২য় গ। দণ্ড তিথি পল,
পঞ্জিকায় দেখ্‌ছি সকল।
১ম গ। এতে কি রাজার বাড়ীর গোণা হয় ?
ক'ত্তে হবে হয়কে নয় ।
বলতে হবে ঠিক্ ঠাক্,
রাহু কেতুর কত বাঁক ।
গুণ্‌তে হবে পলে পলে,—
মেয়ে হবে কি হবে ছেলে !
২য় গ। ওসকল কিছু আছে দেখা,
বলতে পারি শাস্ত্রের লেখা ;—
দক্ষিণে রাহু কেতু বাম,
যোগ ক'র্‌বে ফুলের নাম ;
ভাগ ক'র্‌বে কুজের তিনে,—
দেখ্‌বে মঘা রেতে কি দিনে ।
তাতে যদি শূন্যি থাকে,—
ফিরতে হবে শূন্য ট্যাঁকে !

ভাগে যদি দুই বাড়ে—
দৌড় দেবে পগার পাড়ে !

১ম গ। আর যদি বাকি থাকে এক ?

২য় গ। গলাধাক্কা নেহাত্ দ্যাখ্ !

১ম গ। আর তোমায় কে পায়,
চল যাই রাজ-সভায়।

উভয়ের প্রস্থান

রাজা শুদ্ধোদন ও মন্ত্রীর প্রবেশ

শুদ্ধোদন। মন্ত্রি ! পদ্মপত্রনীর অন্তর অধীর—
কোন মতে বুঝাইতে নারি ;
নাহি জানি, উৎসবের দিনে
কেন মনে ভয়ের সঞ্চার।
কহে বিপ্রগণ—
সুলক্ষণ জন্মিবে নন্দন,
হয় তায় আনন্দ উচ্ছ্বাস ;
অকস্মাৎ কেন জন্মে ত্রাস,
মর্ম্ম না বুঝিতে পারি !

মন্ত্রী। নরনাথ, না কর সংশয়,
নিশ্চয় মঙ্গল হবে।

শুদ্ধো। মন্ত্রি ! হেন দিন হবে কি আমার,
রাজবংশে জন্মিবে কুমার ?
ল’য়ে কোলে—
বদনমণ্ডলে চুম্ব দিয়ে
জুড়াইব তাপিত প্রাণের জ্বালা ?
মন্ত্রি ! কি কব তোমায়,

পুত্র বিনা হেরি তমোময়,
ভাবি সব বিফল বৈভব,
এ জনম বৃথা কেটে গেল !
দোলে হিয়া সুখ দুঃখ মাঝে,
দিবস শর্ব্বরী ভুলিতে না পারি,
কি হবে কি হবে ভাবি !—
কভু মনে হয় জন্মিবে তনয়,
রাজ্যময় উঠিবে আনন্দ-ধ্বনি
তখনি না জানি—
কেন হয় ভয়ের সঞ্চার,
শূন্য হেরি হৃদয়-আগার,
আচম্বিতে চোখে আসে জল,
হেরি দূর অমঙ্গল-ছায়া !

মন্ত্রী। মহারাজ ! নাহি বহুদিন আর,
পুত্র-মুখ করি দরশন
দূরে যাবে দুর্ভাবনা যত।

শুদ্ধো। মন্ত্রি ! দেখ, কেবা আসে !

মন্ত্রী। মহাভাগ শ্রীকালদেবল।

শুদ্ধো। ঋষিরাজ
শাক্যকুলে চিরহিতকারী।

শ্রীকালদেবলের প্রবেশ

শ্রীকাল। মহারাজের জয় !

শুদ্ধো। শুভদিন আজি ঋষিরাজ !
তব দরশন-লাভ বহুদিন পরে ;—

হেন ভাগ্যোদয় মম হবে এ জীবনে
করি নাই অনুমান।

শ্রীকাল। নরনাথ,
আছে কোন বিশেষ সংবাদ,
প্রকাশিব গোপনে তোমায়।

শুদ্ধো। যাও মন্ত্রি! রাজ্যের সংবাদ আন। মন্ত্রীর প্রস্থান

শ্রীকাল। ভাগ্যবান্ নরকুলে তুমি মহারাজ,
দেবতাসমাজে পূজ্য।
শুন, মতিমান্,—
নাহিক বিলম্ব আর,
জন্মিবে সন্তান সর্ব্বসুলক্ষণ ;
ভুবন-পাবন হরিবারে ধরণীর ভার,
বুদ্ধ-অবতার—
হবেন তনয় রূপে তব !
না মান বিস্ময়,—
মহানন্দ ত্রিভুবনময়।
নির্ব্বাণ করিতে দান
কলুষিত জীবে,
পূর্ণ দয়া আবির্ভাব ভবে !
অজ্ঞান-তিমির নাশ হইবে সত্বর,
নাহি আর নরকের ডর,
হিংসা দ্বেষ র'বেনা ধরণী' পরে।
পশু পক্ষী পতঙ্গ নিচয়
নির্ভয়ে করিবে কেলি ;
দেবভাবে পূর্ণ হবে মানবের হিয়া।

জড়কর্ণে না কর শ্রবণ
পুলকিত নৃত্য-গীত করে দেবগণ
কিন্তু পুনঃ শুন বিচক্ষণ,
বিধাতার বিচিত্র নিয়ম।—
অমিশ্রিত সুখ নাহি ধরাতলে ;
দেখ মনে ভেবে
আলোকের সনে ফিরে ছায়া,—
কণ্টক মৃণালে,—
গঙ্গাজলে মকর কুম্ভীর বসে,—
কীট কাটে কোমল কুসুম,—
বার্দ্ধক্য যৌবন-পরিণাম ;—
দুঃখ-সুখ-মিশ্রিত এ ধরাধাম,
কণ্টকবর্জ্জিত সুখ নাহি কভু তায় !

শুদ্ধো। কহ, দেব, কিবা অমঙ্গল,—
সংশয় না সহে আর।

শ্রীকাল। বুদ্ধদেবে জঠরে যে ধরে,
সপ্তস্বর্গ'পরে আবাস নির্ম্মাণ তার,
নিয়োজিত দক্ষ দেবগণ সেবাহেতু ;
হেন ভাগ্যবতী ধরায় না রহে মহারাজ !

শুদ্ধো। এ কি রাণী !
অকল্যাণ হবে কি রাণীর ?

শ্রীকাল। প্রস্তরে অঙ্কিত, রাজা, নিয়তির লিপি,
কর্ম্মফলে ফলে সে লিখন ;—
শুন বিচক্ষণ,
এ লিখন খণ্ডন না হয় কভু। নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি

শুদ্ধো। জন্মেছে নন্দন!
শ্রীকাল। নাহি হও উচাটন।
শুন, নীরব আনন্দধ্বনি;
নৃপমণি! ধৈর্য্য-পাশে বাঁধ বুক।

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী। মহারাজ! জন্মেছে নন্দন;
কিন্তু, হে রাজন্,
জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ,
মূর্চ্ছাগত রাজরাণী,
রাজ-বৈদ্যগণে
সযতনে চেতন করিতে নারে।
শুদ্ধো। হা প্রিয়ে! হা প্রিয়ে!—
শ্রীকাল। নৃপবর, শোকের সময় এ ত নয়।
রাজ্ঞী অচেতন,—
শিশুরে কে করিবে যতন
তুমি রাজা অধীর হইলে?
শুদ্ধো। ঋষিরাজ,
বড় সাধ ছিল মহিষীর
পুত্রমুখ করিতে দর্শন।
হা বিধাতঃ!
হেন সাধে সাধিলে বিষাদ!
হা প্রিয়ে!
শ্রীকাল। চল, রাজা, দেখিতে নন্দন।

দূতের প্রবেশ

মন্ত্রী। আরে দূত, কি তোর সংবাদ?—

দূত। মন্ত্রী মহাশয়,
নাহি জানি কিবা হয় রাজপুরে ;—
মহারাণী ত্যজেছেন কলেবর ;
অকস্মাৎ নব শিশু করি গাত্রোত্থান
সপ্তপদ হ'ল অগ্রসর,
কহিল গম্ভীর স্বরে—
"হের দেব নাগ নরে,
আমি বুদ্ধ—প্রণম্য সবার।"
উজ্জ্বল আভায় পূরিল কানন,
করি' দুন্দুভি-নিস্বন,
নাহি জানি
কোথা হ'তে আইল কতজন,
নৃত্যগীত করিছে উৎসবে !
শুন শুন গম্ভীর সঙ্গীত-ধ্বনি।

শুদ্ধো। হা প্রিয়ে !

শ্রীকাল। উঠ রাজা ! নহে এ ত শোকের সময় ;
জন্মিয়াছে উত্তম তনয়,
কর তারে লালন-পালন ;
মূঢ় জন শোক করে গত জীব হেতু।

শুদ্ধো। হায় ঋষি ! শূন্য দশ দিশি
প্রেয়সী বিহনে হেরি ;
ফুল্ল কমলিনী, জীবন-সঙ্গিনী,
কোথা গেল অভাগিনী ?
পুত্র করি সাধ ঘটিল বিষাদ ;
আহা ! পুত্র বিনা

ছিল যেন কত অপরাধী !
করি তনয় কামনা
দিবানিশি দেবতা অৰ্চ্চনা ;—
বিধাতার এ কি বিড়ম্বনা,
পুত্র কোলে ত্যজিল জীবন !
হায় হায়—কাঞ্চনের তরে
গজমতি ফেলিলাম নীরে,
রাজলক্ষ্মী ছেড়ে গেল !
যার সাধ, সে গিয়েছে চলে,—
কি কাজ তনয় ?
রাজ্যধন কোন্ প্রয়োজন ?—
পশিব বিজনে, প্রেয়সীর ধ্যানে
দিবা নিশি করিব যাপন।
রাজপুরে ঘটিল প্রমাদ,
হরিষে বিষাদ !
প্রাণে সাধ নাহি আর তিল।—
কোথা গেলে প্রেয়সি আমার ?
দেখ, হাহাকার তোমা বিনা ;—
বিষণ্ণ হেরিলে মোরে
আসিতে, প্রেয়সি, বুঝাইতে কত মত ;
ভাসি আমি শোকের সাগরে,
কেন আজি নিঠুর হয়েছ,
দেখা নাহি দেহ আর ?
হায় ! জনমের মত
আনন্দ-মূরতি তোর দেখিতে পাবনা।

ফুরাইল—ফুরাইল গৃহবাস !
কোথা প্রিয়ে !—দেখে আসি জন্মের মতন ।

বেগে প্রস্থান

মন্ত্রী । কি দুর্দৈব রাজপুরে !—
দেব-মায়া বুঝিতে অক্ষম !

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রমোদ কানন—অপর পার্শ্ব

শুদ্ধোদন ও শ্রীকালদেবল

শুদ্ধো । কই ঋষি, কই পুত্র মম ?
শ্রীকাল । হের সিংহাসনে নন্দন তোমার,
দেবগণে করিছে আরতি—
মহাজ্যোতিঃ ঘেরেছে কুমারে ।
শুন বৎস, বচন আমার,—
ত্যজিয়ে আশ্রম করহ গমন ।
বুদ্ধদেব কৃপা করিবেন কালে ;—
বসি বুদ্ধতরুমূলে
বুদ্ধত্ব লভিবে পুত্র তব ;
ফিরি' দেশে দেশে
উদ্ধারিবে মানবমণ্ডল ।
এ সকল আমি না হেরিব ।

দেবদেবীগণের প্রবেশ ও গীত

ইমনি মিশ্র—একতালা

পুরুষ। জগজনপতি পূর্ণমূরতি নবীনজনমধারণ,
স্ত্রী। মরি রূপের ছটা অরুণঘটা মোহিত হয় মন ;
সকলে। জয় জয় জয় ঘুচলো ধরার ভার ॥
পুরুষ। পরমোৎসব পুলকার্ণব উথলে উজান ধায়,
স্ত্রী। চাঁদবদন ভাসে করুণায় ;
পুরুষ। অজ্ঞান তিমির নাশ,
স্ত্রী হৃদিকমল বিকাশ
পুরুষ। বুদ্ধদেব-চরণ সেব জীব-নাশ-বারণ,
স্ত্রী। সইলো প্রাণ মন আজ মজালে নয়ন !
সকলে। জয় জয় জয় ঘুচলো ধরার ভার ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

দেববালাদ্বয়ের প্রবেশ

১ম দে-বা। কহ সখি, যুবরাজে সঙ্গীত শুনা'য়ে
দেবকার্য্য কি হবে সাধন ?
দেখি, যুবরাজ দেবের সমাজে প্রিয়,
বুঝিতে না পারি
কেবা এই নরদেহধারী।

২য় দে-বা। কহি, সখি, শুনেছি যেমন,
জীবহিংসা করিতে বারণ
নিরঞ্জন করেছেন শরীর ধারণ।
জন্ম যবে, জননী মরিল ;
দেবতায় গর্ভে ধরে যেই,
দেবলোকে স্থান তার।
বাড়িল কুমার বিমাতার লালন-পালনে ;
দেবী-অংশে গোতমী নামেতে রাণী,
অতি ভাগ্যবতী,
স্তনপান করাইল দুর্লভ নন্দনে,
বৃন্দাবনে যশোমতী যথা ;
এবে বঞ্চিত কুমার,
নারী সনে প্রমোদ-ভবনে করে বাস।

১ম দে-বা। কিবা এই প্রমোদ-ভবন?
আছে শুনি সতর্ক প্রহরী,
বাহিরে আসিতে কেহ নারে;
কারাগারে রাখে পুত্র,—কারণ কি তার?
২য় দে-বা। যবে জন্মিল নন্দন,
জ্যোতির্বেত্তাগণ করিল গণন—
"বৃদ্ধ জরা মৃত ভিক্ষু করি' দরশন
রাজার নন্দন ভবন ত্যজিয়ে যাবে,
নহে রাজচক্রবর্ত্তী হইবে কুমার।"
দিন দিন শশীকলা প্রায়,
বাড়িল তনয়;
নিয়োজিত আচার্য্য নিপুণ;—
সর্ব্ব শাস্ত্র-বিশারদ হইল বালক।
কিন্তু ভাবে মগ্ন রহে দিবানিশি,
উদাস সংসার-সুখে;
হেরি' পুত্রের ব্যাভার
হতাশ হইল রাজা।
১ম দে-বা। কহ, সখি, বিশেষ বর্ণনা;
শুনিতে বাসনা বাড়ে প্রাণে,
কি ভাবে বঞ্চিল রাজসুত।
২য় দে-বা। সঙ্গী সনে নাহি করে খেলা,
নাহি নগর-ভ্রমণ, অশ্ব-সঞ্চালন;
পাছে ক্ষুদ্র কীটে দলে পদে,
সশঙ্কিতে করিত চরণ ক্ষেপ;
হিংস্র জন্তু করিলে নিধন,

করিত রোদন ;—
এ সব লক্ষণ রাজকুলে নাহি শোভে।

১ম দে-বা। দয়ার আগার!—সর্ব্ব জীবে সমভাব
নরে না সম্ভবে কভু!
কহ, সখি, কি হইল অতঃপর?

২য় দে-বা। পুত্রের ঔদাস্য দেখি রাজা শুদ্ধোদন
মন্ত্রী সনে উদ্বাহের করিল মন্ত্রণা ;—
কিন্তু তাহে কুমারের ঘৃণা ;—
কৌশলে করিল রাজা কার্য্য সমাধান।

১ম দে-বা। কহ, কি কৌশলে,—
শুনিতে বিকল প্রাণ।

২য় দে-বা। রাজ্যে যত সুন্দরী রমণী
নিমন্ত্রিয়া নৃপমণি আনিয়া ভবনে ;
নারীগণে রত্ন বিতরণ
করিল নৃপতিসুত ;
কিন্তু, কারু পানে ফিরে না চাহিল,
কোন নারী সাহসে না তুলিল বদন ;
পরে, ধীরে ধীরে
গোপা নামে লক্ষ্মী অংশে নারী,
বিস্তারি' মাধুরী,
যুবরাজ-সমীপে হইল উপনীত।
বিমোহিত উভয় উভয়ে হেরি' ;—
চোখে চোখে প্রেম আলাপন,
প্রাণ বিতরণ,—
শুভ দিনে পরে দোঁহে প্রেমের নিগড়।

রাজার সুখের নাহি সীমা !
জরা মৃত বৃদ্ধ ভিক্ষু পাছে পুত্র দেখে,
এই হেতু খুলিয়া ভাণ্ডার,
প্রমোদ আগার নির্ম্মাইল
নন্দন কানন জিনি'।
সুন্দর যে বস্তু যথা ছিল অবনীতে,
আনিয়া রাখিল তথা ;
গোপা সনে প্রেম-আলাপনে
বঞ্চে সুখে যুবরাজ।

১ম দে-বা। কহ, সখি, কি কারণে
দেবরাজ পাঠাইলা আমা দোঁহে ?

২য় দে-বা। মোহে মুগ্ধ, প্রেম-খেলা খেলিছে কুমার
সুখের ভবনে ;
নাহি আর জীবের বেদনা মনে।
যে সঙ্গীত গাহিব দু' জনে
শুনি' মনে বাজিবে আঘাত,
সেই ভাবে এ গীত রচিত,
দেবকার্য্য উদ্ধার হইবে তায়।

জনৈক যন্ত্রীর প্রবেশ

যন্ত্রী। তোমরা কে ?

১ম দে-বা। আমরা প্রমোদ-ভবনে গোপাদেবীর সহচরী হব, মনে মনে বাসনা ক'রেছি।

যন্ত্রী। হুঁ—স্বর্গে নন্দন-কানন, আর মর্ত্ত্যে প্রমোদ-ভবন, গেলে আর বেরোন যায় না জান ত ?

১ম দে-বা। যদি প্রমোদ ভবনে থাকৃতে পাই, বেরিয়ে আমাদের দরকার কি ?

যন্ত্রী। বটে—বটে—ঠিক বলেছ; বলি—এগিয়ে এস দেখি; মুখ ডু'খানা মন্দ নয়, যোড়া ভ্রু! ভ্রু ত কালিতে আঁকনি ?

২য় দে-বা। ও মা—মিন্‌সে বলে কিগো? পোড়া কপাল!

যন্ত্রী। বলি—রং ত খড়ি দে করনি ?

১ম দে-বা। মিন্‌সে—তোর মুখে আগুন!

যন্ত্রী। বলি—ঠোঁট গুলো অমনি লাল—না আল্‌তা দিয়েছ ?

২য় দে-বা। তোমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দিয়িছি।

যন্ত্রী। না পরচুলো নয়—তবে চুল কিছু খাদি খাদি; তা—হোক; বলি—একটা গান কর দেখি।

দেববালাদ্বয়ের গীত

খাম্বাজ মিশ্র—খেমটা

চলে যাই আপন মনে, চাইনা কারও পানে;
গোপনে প্রাণের কথা কই প্রাণে প্রাণে।
আপনি থাকি আপন গরবে,
(নইলে) কুজনে সই কুকথা কবে;
কোমল প্রাণে অত কি সবে?—
নাই ত তেমন মনের মতন, যে জন নারীর মন জানে।

যন্ত্রীকে ঠোনা মারা

যন্ত্রী। বাক জানে।

যন্ত্রীর নাক ধরিয়া টানা

ভ্যালা মোর বাপ্‌রে,—এস'—এস'—তোমাদের প্রমোদ-কাননে দিয়ে পাঠাই।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উপবন

সিদ্ধার্থ ও গোপা

সিদ্ধার্থ। প্রিয়ে,

যত দিন দেখি নাই বদন তোমার,
শূন্যময় হেরিতাম সুন্দর সংসার ;
অরুণ উদয়ে বসি জম্বুতরুতলে,
শূন্য প্রাণে শুনিতাম জীবন-হিল্লোল ;
নাচিত ময়ূরী,
বনপাখী খেলিত আলোক মাখি ;
কুরঙ্গিনী কুরঙ্গের সনে
ভ্রমিত অদূর বনে ;
দুলিত কুসুমরাজি মলয় মারুতে ;
হেরি' ধরা শোভার আগার,
হৃদয়-বিকার দূর না হইত মম,
ভাবিতাম—লক্ষ্যশূন্য এ সকলি !
কি পরিবর্ত্তন !—
মধ্যাহ্নতপন ভাতিত গগনে যবে,—
নাহি আর আনন্দ-কল্লোল,
অগ্নিময় পবন-হিল্লোল,
রসহীন সরস কুসুম,—
মনে হ'ত ভ্রম—
ক্ষণস্থায়ী আনন্দে কি ফল ?
পশ্চিম গগন আরক্ত যখন,

নবভাব উদয় হইত হৃদে ;—
সেই উষা সম ঘটা,
রঞ্জিত সুবর্ণমেঘছটা ;
সেই—সেই—কিন্তু সে ত নয় !—
সচকিতে চায়,
বিহঙ্গিনী আনন্দে না গায়,
কুলায় প্রবেশে কেহ ;
আশ্রয়ের তরে
ধীরে ধীরে কুরঙ্গিনী ফিরে।
কভু নির্ম্মল গগন—
হাসে শশী,
রজত কিরণ ঢালিয়ে ধরণী' পরে ;
কভু নক্ষত্রখচিত রজনী ভূষিত ;
কভু ঘোর মেঘের ঝঙ্কার !
লক্ষ্য নাহি বুঝিতাম তার—
লক্ষ্যশূন্য সকলি হইত জ্ঞান ;
ম্রিয়মাণ দিবস-যামিনী !
সুবদনি,
একভাবে বহিত জীবনস্রোত !
হ'ত অনুমান—
চক্রাকারে হয় ঘূর্ণমান,
দিবা নিশি পক্ষ ষড়ঋতু ;—
যেন নহে নিয়ম অধীন ;—
স্বেচ্ছাধীন চিরদিন চক্র ঘুরে !
এবে, প্রিয়ে, হৃদে ধরে তোরে,

সে বিকার গিয়েছে অন্তরে ;
নব আঁখি ফুটেছে আমার !
লক্ষ্য শূন্য নহে এ জীবন—
নয়নে তোমায় হেরি !

গোপা। আঁখি-বিনোদন হেরি, নাথ,
সরস বদন তব,
আনন্দ-হিল্লোলে দোলে হৃদয়কমল ;
কেন, তবে হই হে বিমনা ?
মনে নাই কি ছিলাম বালিকা যখন।—
যেই দিন দেখা তোমা' সনে,
আবরণ পড়িয়াছে সেই দিনে !—
যবে, সদয়হৃদয়,
প্রেমময় কণ্ঠহার দিলে এ দাসীরে,
গেল বাল্যখেলা,
মুক্তামালা পরি' গলে ;
রূপদরশনে, হৃদয়-আসনে
তোমারে দিলাম স্থান।
ত্যজিয়ে বসতি, গেল অন্য স্মৃতি,
রূপের সাগরে ডুবিলাম আত্ম ত্যজি !
সকলি পেয়েছি,—
কিঙ্করীরে সকলি দিয়েছ ;
প্রাণনাথ, তবু কেন ছায়া পড়ে প্রাণে ?

সিদ্ধার্থ। প্রিয়ে, ছায়া কর দূর।
ঐ ছায়ায় আচ্ছন্ন করিত প্রাণ মম ;
তব নয়ন-কিরণে মিলায়ে গিয়েছে ছায়া !

ছায়া—ছায়া—ছায়া বহুদূরে ;
দূরে—দূরে ছায়া,—ছায়াময় সমুদয় !
দেখ প্রিয়ে, স্থির চিত্ত হ'য়ে,
ছায়া নহে পরাজিত !
যেন মৃদুভাষে কর্ণে মম আসে,
অসীম অনন্ত ছায়া
ঘেরিয়াছে ত্রিভুবন !
কিন্তু প্রিয়ে,
আমি তব—তুমি হে আমার—
ছায়া কোথা আর ?
সকলি আলোকময় !
হের সতি, মলয়হিল্লোলে
ফুলদল দুলে দুলে বলে,—
ফুটেছি লো তোর তরে ;
করি' কলধ্বনি,
বিহঙ্গিনী জাগায়ে তোমারে,
গায় সুমধুর তুষিতে শ্রবণ তব ;
ব্যজনে অনিল
খেলিয়ে অলকা সনে।
সত্য প্রিয়ে,
তবু যেন লুক্কায়িত আছে ছায়া।
আহা প্রিয়ে, বসন্ত ঊষায়
শতদলে শিশির যেমতি,
কেন, সতি, অশ্রুবিন্দু নয়নে তোমার ?
জাননা কি, হাসিমুখ ভালবাসি তোর ?

আহা, প্রিয়ে, একি নবভাব,—
হাসি সনে মিশে আঁখিবারি!
দেখি—দেখি—বসন্তে বরিষা!
প্রিয়ে, তব নয়ন চুমিয়ে
বারিবিন্দু করি দূর,
তরুণ অরুণে—
কমলে শিশিরবিন্দু যথা।

গোপা। প্রাণনাথ, দিনমণি বিনা
নলিনী যেমতি বিমলিনী,
একাকিনী কাঁদে বালা;—
হেরি ভানু, প্রফুল্ল বদন,
রজনীর জ্বালা জানাইতে নাহি পারে,—
তেমতি হে, হেরিলে তোমারে,
ভুলে যাই কি অভাব আছে প্রাণে;
ছায়া—ছায়া—বলিলে যখন,
হইল স্মরণ ভীষণ স্বপন-ছবি;—
নিত্য নিত্য দেখি সে স্বপন;
কেঁদে জাগি—
পাশে তুমি, করি' দরশন—
পাশরি স্বপনকথা;
গলা ধরে নিদ্রা যাই পুনঃ!
প্রভাতে উঠিয়ে, মুখ নিরখিয়ে
সুখে ভাসি,—
বিহঙ্গিনী ঊষা দরশনে যথা।

সিদ্ধার্থ। কহ, প্রিয়ে, কহ স্বপ্নকথা;

কিন্তু যদি মনে পাও ব্যথা,
নাহি তায় প্রয়োজন।
কত স্বপ্ন করি দরশন,—
জাগরণে হেরি কত ছবি!
সযতনে ত্যজি সে সকল!
বিস্মৃতি—বিস্মৃতি—নাহি অন্যগতি!
পরস্পরে হেরে,
এস, প্রিয়ে, ভুলি স্বপ্ন প্রেমের স্বপনে!
স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন এ সকল
নিদ্রা জাগরণে!—
স্বপ্ন বিনা কিবা আর?

দেববালাদ্বয়ের প্রবেশ ও গীত

ধানি মিশ্র—একতালা

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই?
কোথা হ'তে আসি. কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সদা ভাবি গো তাই!
কে খেলায়? আমি খেলি বা কেন?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন!
এ কেমন ঘোর- হবে নাকি ভোর,
অধীর—অধীর—যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই!

সিদ্ধার্থ। আহা, প্রিয়ে, কি মধুর গান!
হর্ষ শোক সনে,
মিলে প্রাণে প্রাণে,

নবভাব বিকাশে হৃদয়ে।
স্মরণ না হয়,—
যেন গাথা শুনেছি কোথায়!
কেবা বালা? ডাক, প্রিয়তমে,
উপহার দিব যুবতীরে :—
সুধাকণ্ঠ নূতন সঙ্গিনী তব!

গোপা। নাথ,
নহে ত সঙ্গিনী মম!
নাহি জানি কে রমণী।

সিদ্ধার্থ। চারুনেত্রে! দেহ পরিচয়,
কেবা তুমি প্রমোদ-ভবনে?

দেববালাদ্বয়ের গীত

ধানি মিশ্র—একতালা

জানি না কে বা, এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায়?
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা রোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়,
এই আছে আর তখনি নাই!

সিদ্ধার্থ। কতদূর—কতদূর বিস্তার মেদিনী?
পূর্ব্ব ভাগে নব রাগে হেরিলে ঊষায়,—
সাধ হয় মনে,
হেরিতে সে নরনারীগণে
তরুণ তপন যাহে প্রথম জাগায়;
আঁধার করিয়ে দূর কাঞ্চন কিরণে,

পশ্চিমে আরক্ত ঘটা নেহারি প্রেয়সি,
অভিলাষী অন্তর আমার
যেতে চায় দিনদেব সনে,—
আমোদিনী কমলিনী যথা,
হেরি পুনঃ প্রাণনাথে।
মনে হয় আছে কত নগরী সুন্দর,
বৈসে কত নর!
তোমায় আমায় যদি প্রিয়ে যাই,
হেরি কত সুন্দর বদন,—
ভালবাসি কত জনে ;—
পক্ষভরে উঠি' শূন্য' পরে
নিম্নে হেরি বিস্তার মেদিনী ;—
মনোরঙ্গে গিরিশৃঙ্গে বিজন প্রদেশে
বসি' দিন শেষে—
হেরি তারামালা ফুটে একে একে।
বদ্ধ আছি প্রমোদ-ভবনে,—
বিশাল বিস্তার স্থান তোরণ বাহিরে!

গোপা। প্রাণনাথ, এ কি ভাব তব?
দুঃস্বপন হেরেছি প্রভাতে,—
কাঁপে প্রাণ স্বপ্ন স্মরি' ;
তব ভাব হেরিয়া শিহরি!
ভাগ্যে মম কি আছে না জানি।
ভীষণ স্বপন,—
বহে যেন প্রবল পবন
কাঁপাইয়ে ধরণীরে,—

কক্ষচ্যুত তারকামণ্ডল,
রাজদণ্ড ভগ্ন মহাবাতে,
তুমি নাই পাশে !—
শয্যা'পরে মুকুট তোমার,
নাহি তুমি পাশে !—
হুতাশে কাঁপিল প্রাণ !—
এবে এ ভাব তোমার !
প্রাণ আর প্রবোধ না মানে।
প্রাণনাথ, হর ভয় অবলার।

সিদ্ধার্থ। ভাবি, প্রিয়ে, এসেছি কি কাজে,
কি কাজে কাটাই দিন ;—
অজ্ঞান-আঁধারে, রয়েছি সংসারে ;
কারাবাসে প্রফুল্ল অন্তরে !
বারেক না ভাবি জীবনের লক্ষ্য কিবা !
প্রাণ মম চায়,
ধরা' পরে আছে যে যথায়,
ভ্রাতৃভাবে করি আলিঙ্গন।
বন্ধু মম পশু-পক্ষীগণ !
ধরায় রোদন নিবারণ হয় সাধ !
তুমি মম জীবন-সঙ্গিনী,
হও ধর্ম্ম-সহায়িনী ;—
তিমিরে রাখিতে আর যত্ন নাহি কর।
উধাও—উধাও—
ধায় প্রাণ ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়ে ;
ক্ষুদ্র এই প্রমোদ-আগারে

কেমনে প্রফুল্ল রব ?
শুন সুবদনি,
মহাদুঃখে নিপতিত প্রাণী,
অসহায়—নাহিক উপায় ;
কেবা মুখ চায় ?
এ খেদ হে প্রাণে নাহি ধরে !
স্বার্থ ভুলি', সতি,
মহাব্রতে পতিরে উৎসাহ দেহ ।
ল'য়ে তব অনুমতি,
জীবের দুর্গতি দূর করি চন্দ্রাননি !

গোপা । স্বার্থ অর্থ সকলি হে তুমি ;
তব অনুগামী দাসী ।—
তব কার্য্যে বিরোধী না হব ;
তব সুখে সুখী,—
তুমি, নাথ, অসুখী যাহায়,
কিবা সুখ তাহে মম ?
এই মাত্র সাধি, গুণনিধি,
আশ্রিতে ঠেলনা পায় ।

সিদ্ধার্থ । আনন্দদায়িনী তুমি চন্দ্রাননি !
হৃদয়ের তুমি অধিকারী ;
তব প্রেমে শিখিব জগৎপ্রেম,
তব প্রেম বিলাব জগতে—
এইমাত্র অভিলাষী ।

উভয়ের প্রস্থান

দূরে শুদ্ধোদন, মন্ত্রী ও বিদূষকের প্রবেশ

বিদূ। বলি মহারাজ! বৌ-বেটায় আমোদ ক'চ্চে, নিত্যি নিত্যি কি ক'ত্তে আ'স বল দেখি? বলি—তেমন সখ হ'য়ে থাকে ত বুড়োরাণী নে' তুমিও একটা প্রমোদ-কানন কর।

শুদ্ধো। বয়স্য, যে দিন আমার সিদ্ধার্থের চন্দ্রবদন না দেখি, সে দিন আমার শূন্য জ্ঞান হয়।

বিদূ। বলি, মহারাজ যে বড় ভয় পেয়েছিলেন,—যুবরাজ আর ধ্যানে বসেন না? বৌমা গর্ভবতী! পুত্র সন্তান হ'লে আবার নূতন ধ্যানে ব'সবেন! মহারাজ, মনে ক'রে দেখুন না কেন—প্রথম প্রথম আমরাও কত ধ্যান ক'রেছি।

শুদ্ধো। সিদ্ধার্থের পুত্র হ'লে তোমার ব্রাহ্মণীকে নথ্ গড়িয়ে দেব।

বিদূ। না মহারাজ! আমার আর একটী সাধ আছে,—আপনি এক জোড়া বেঁক-মল গড়িয়ে প'রবেন; নাতির পায়ে ঘুঙুর থাক্‌বে—আর আপনি শুধু পায়ে বেড়াবেন—সেটা বড় ভাল দেখায় না!

সিদ্ধার্থ এবং গোপার প্রবেশ ও শুদ্ধোদনকে প্রণাম

শুদ্ধো। এই যে আমার সিদ্ধার্থ!—
বৎস, আসিয়াছে বহুশিল্পীগণ;
সাধ সবাকার—
তব প্রমোদ-আগার-শোভা করিবে বর্দ্ধন;
যদি তব হয় মন,
পাঠাইয়ে দিব সবে তোমার সদন।

সিদ্ধার্থ। পিতা, ক্ষুদ্র এই প্রমোদ-আগারে
প্রাণ নাহি ভরে মম।
সব হেথা শিল্পের অধীন;

স্বেচ্ছাধীন নহে তরু লতা—
সমভাব সকলি এ স্থানে !
চাই যবে আকাশের পানে,
সমতা নাহিক তথা,—
নিত্য নব গগনের শোভা।
নব শোভা অবশ্য ধরণী ধরে ;
কিন্তু,
শিল্পী করে সমভাব প্রমোদ-ভবন !
যাচি তাই অনুমতি পদে,
যাব আজি নগর ভ্রমণে ;—
অবিদিত ভূমি মম প্রাচীর বাহিরে !

শুদ্ধো। বৎস ! সুখের ভবনে
কিসে তব অসন্তোষ ?
রাজকোষ শূন্য করি সাজায়েছি পুরী ;
যেথানে যা ছিল বস্তু পরম সুন্দর,
আনিয়াছি এইস্থানে ;
হেন কিবা আছে ত্রিভুবনে,
এ ভবনে নাহি যাহা ?
মধ্যমণি মণিহারে যথা—
তেমতি ধরণী-মাঝে সুন্দর এ পুরী ;
বেষ্টিত সুন্দরী, সুখে কর বাস ;—
কি হেতু প্রয়াস, বৎস, যাইতে বাহিরে ?

সিদ্ধার্থ। পিতা ! মধ্যমণি অবশ্য সুন্দর ;
কিন্তু এক মণি নহে মণিমালা—
গাঁথে মালা বিবিধ রতনে ;

ক্ষুদ্র রত্ন—আছে তার কাজ !
এ ভবন যদ্যপি সুন্দর,—
হয় সাধ শোভাময়ী মেদিনী হেরিতে !
কমলিনী,—ফুলকুলরাণী,
সুন্দর অবশ্য মানি ;—
ক্ষুদ্র ফুলে—ক্ষুদ্র শোভা, চিত্ত-ফুল্লকর !
পূর্ণ কর সাধ, পিতা, দেহ অনুমতি ।

শুদ্ধো । ভাল বৎস ! হও সুসজ্জিত ;
দূত আসি ল'য়ে যাবে কাল,—
দেখাইবে নগরের সুন্দর যে স্থান ।

সিদ্ধার্থ । আশীর্ব্বাদ কর পিতা,—
গুরুজনে প্রণাম আমার ।

শুদ্ধো । বৎস, রাজচক্রবর্ত্তী হও ।

বিদূ । যুবরাজের জয় হোক ।

সিদ্ধার্থ ও গোপার প্রস্থান

শুদ্ধো । দেখ এ ঘটনা,—
পুত্রের বাসনা নগর ভ্রমণে !
জ্যোতিষ-বচনে—
বৃদ্ধ-জরা, রুগ্ন, মৃত, ভিক্ষুক দর্শনে,
পুত্র হবে গৃহত্যাগী ;—
দেহ শীঘ্র নগরে ঘোষণা,
জরা-জীর্ণ আদি পথে নাহি আসে কালি ।
আঁখি-সুখকর
সুসজ্জিত করহ নগর,—
হেরি' যাহে রাজ্যের লালসা বাড়ে ।

দেখ মন্ত্রি, অতি সাবধানে
নিবার কুৎসিত দৃশ্য রাজপথে ত্বরা।

মন্ত্রী। নাহি চিন্তা মহারাজ!
শাক্যরাজ্যে কুমারবৎসল সবে;
জ্ঞাত আছে জ্যোতিষ-গণনা;
বিশেষতঃ সতর্ক প্রহরী
নিয়োজিব এইক্ষণে,—
তত্ত্ব ল'য়ে আপনি ফিরিব।

মন্ত্রীর প্রস্থান

শুদ্ধো। সখা, করিব প্রহরী-কার্য্য কালি।

বিদূ। বলি, মহারাজ, এই হুড়োহুড়িটা ত দিন কতক বাদে ক'র্‌লেই হোতো!

শুদ্ধো। হে বয়স্য! কি কব তোমায়,—
সিদ্ধার্থ যখন যাহা চায়,
ভাল মন্দ না করি বিচার,
তখনই প্রদানি তাহা।
আজি প্রাণে হ'য়েছে উৎসাহ,—
ব্যথা পেত নিবারণে,
কিম্বা অন্বেষিত বিলম্বের প্রয়োজন।
সুবর্ণ-পিঞ্জরে বদ্ধ রেখেছি পাখীরে—
পাখী না জানিতে পারে!

উভয়ের প্রস্থান

সিদ্ধার্থের পুনঃ প্রবেশ

শূন্যে দেববালাদ্বয়ের প্রবেশ ও গীত

ধানি মিশ্র—একতালা

কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন কি খেলা হ'ল ;—
প্রবাহের বারি,—রহিতে কি পারি ?
যাই—যাই কোথা—কূল কি নাই ?
কর হে চেতন,—কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন ?—
যে আছ চেতন, ঘুমা'ওনা আর,
দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ;
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়,
তব পদে তাই শরণ চাই ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ

শ্রীকালদেবলের প্রবেশ

শ্রীকাল। আজি শেষ দেখা দেখে যাব বুদ্ধদেবে ;
কালি তনু হইবে পতন।
আজি রাত্রে রাজপুত্র ত্যজিবে আগার।
আহা! মোহে অন্ধ রাজা শুদ্ধোদন
চাহে বিধি-লিপি করিতে খণ্ডন ;
দেবমায়া না বুঝে ভূপাল!
পঞ্চানন আসিবেন আপনি ধরায়,
ধরিবারে জরা রুগ্ন মৃত ভিক্ষু বেশ!
আসিছেন বুদ্ধদেব,—
পঞ্চানন আসিছেন বৃদ্ধ-বেশে!
অন্তরালে করি' অবস্থান ;—
হেরি দেবলীলা ধরা-মাঝে।

প্রস্থান

সিদ্ধার্থ ও ছন্দকের প্রবেশ

সিদ্ধার্থ। হে সারথি, হেরিলাম সজ্জিত নগর ;
প্রজাগণ—
মম আগমনে উৎসবে মগন যেন ;—
স্বাভাবিক অবস্থা এ নয়!

প্রাণ চায়—কি দশায় রহে সবে হেরি,
প্রকৃত অবস্থা যাহা এই জগতে!
স্বভাবতঃ মনে মম এই সংস্কার—
সুখাগার নহে এ ধরণী ;—
অন্ধ সম ভ্রমিছে মানব,
কলরবি' অন্ধকারে !
ভাবি মনে—কোথা হ'তে আলোক আনিব,—
দীন নরে চক্ষু প্রদানিব—
ঘুচাইব ভব-ঘোর !
ছিল সাধ,—থাকিয়ে সংসারে,
জ্ঞান-জ্যোতিঃ করিব প্রচার,
কিন্তু তার নাহিক উপায় !
অধীন যে জন,
সে কেমনে শিখাইবে স্বাধীনতা ?
বৃথা আশা !
সংসারে রহিয়ে আলোক না পাব ;
কিন্তু—বিষম বন্ধন ছেদন করিতে নারি ।

দূতের প্রবেশ

দূত। যুবরাজের জয় হোক ! ভাগ্যবতী বধূমাতা সুকুমার প্রসব ক'রেছেন—পুরবাসীরা আনন্দে মগ্ন—নবশিশু আপনাকে দেখাবার নিমিত্ত বধূমাতা অতিশয় ব্যাকুলা ।

সিদ্ধার্থ। যাও,
রত্নের ভাণ্ডার মম কর বিতরণ ;
মনোমত রজত কাঞ্চন

আপনি বাছিয়ে লহ ;—
অঙ্গুরী গ্রহণ কর।

দূত। এ সম্মান স্বপ্নের অতীত।

দূতের প্রস্থান

সিদ্ধার্থ। রত্নহার, তোমার ছন্দক !—
(স্বগত)
বন্ধনের উপর বন্ধন !—
নিত্য নব বিড়ম্বনা ;
ওঠে প্রাণে বাসনা-সাগর—
দুস্তার বাসনা !
বুঝি বাসনাই বিড়ম্বনা !
সুখ-আশা—আশা মাত্র !
সুখ কিবা নাহি জানি।

বৃদ্ধের প্রবেশ

একি, ভীষণ আকার সম্মুখে আমার !
নরাকার, কিন্তু নহে নর !
শুষ্ক চর্ম্ম অঙ্গে আবরণ ;
অবনত যেন মহাভারে—
উন্নত করিতে নারে শির।
কহ হে সারথি, কোন জাতি জীব এই ?

ছন্দক। নর-জাতি শুন হে কুমার !
অবনত বার্দ্ধক্যের ভারে
অসহায় ভ্রমে ধরা'পরে ;
জরা-জীর্ণ শোচনীয় দশা।

সিদ্ধার্থ। এ দশা কি হয় সবাকার ?

অথবা কি দৈবের বিপাকে
এ দশা ইহার ?
নর-জাতি সবে কি হে বার্দ্ধক্য-অধীন ?

ছন্দক। হায়, প্রভু, কাল বলবান !
কৈশোর যৌবন কালের নিয়ম ;—
বার্দ্ধক্য তেমতি মতিমান !
এ দশা সবার,
নিস্তার নাহিক এতে কার,—
দেহী মাত্র বার্দ্ধক্য-অধীন।

সিদ্ধার্থ। আমি—গোপা—ফুল্লকান্তি সহচরী সবে—
জরাগ্রস্ত হব কি সময়ে ?

ছন্দক। যুবরাজ ! সবে সম-নিয়ম অধীন ;
রাজা কিম্বা প্রজা—
সমভাবে স্পর্শ করে কালে।

সিদ্ধার্থ। এই সুখ ধরে কি সংসার ?—
জরার নিস্তার নাহি কার !
এই হেতু জীবনধারণ !
সুখের যৌবন—এইমাত্র পরিণাম !
হায় ! হেন কারাগারে
কোন সুখে বাস করে নরে ?
কি কারণ শাসন আলয়ে
ওঠে জয় জয় ধ্বনি ?

জনৈক রুগ্নের প্রবেশ

রুগ্ন। আমায়—ধর,—আমার—প্রাণ যায় ;—আমার চার দিকে—আগুন জ্ব'লছে ;—আমার অস্থিগ্রন্থি সব—শিথিল হ'চ্চে ;—আমায়—ধর !

সিদ্ধার্থ। জীর্ণ শীর্ণ হের চমৎকার !
দেহভার চরণ না বহে ;
কহে—'অনল চৌদিকে !'
কম্পে ঘন ঘন,
মহাহিমে জর জর তনু যেন !
বার্দ্ধক্যে কি স্পর্শিল ইহারে ?

ছন্দক। মহারোগে শীর্ণ কলেবর—
অস্থিগ্রন্থি কাঁপে নিরন্তর,
কিন্তু দেহে ঘোর তাপ,—
বলক্ষয় রোগের প্রভাবে !

সিদ্ধার্থ। কহ, বিচক্ষণ,
এও কি হে দেহের নিয়ম ?
এ দশা কি হয় সবাকার ?

ছন্দক। চলে দেহ যন্ত্রের সমান।
হে ধীমান !
কেবা জানে কবে প্রাপ্ত হইবে বিকার ?
দেহমাত্রে রোগ করে অধিকার—
এ নিয়ম না হয় খণ্ডন।

সিদ্ধার্থ। এই ছার দেহের গৌরব ?
এই হেতু বৈভব-লালসা ?
কলেবর রোগের আগার,—
যত্ন এত তার—পীড়ার পোষণ হেতু ?
কুসুম-সৌরভ—তপন-গৌরব—
চন্দ্রমার হাসি—
চিত্তফুল্লকর কহে যাহা ভ্রান্ত নরে—

ব্যঙ্গ করে রুগ্ন জনে !
বুঝিতে না পারি,
কি হেতু এ ধরাধামে বাস—
ক্ষণস্থায়ী সুখ-আশ কেন করে নরে ।

অদূরে মৃত দেখিয়া

স্পন্দহীন, হের পথমাঝে !
জড় বা চেতন
নির্ণয় করিতে নারি !
রুক্ষকেশা বিবশা রমণী
পাশে বসি' করিছে রোদন !
কহ বিবরণ, কিবা এই শোচনীয় ছবি ।
দেখ—দেখ—বস্ত্রে করি' আচ্ছাদন,
কাষ্ঠ সম ল'য়ে যায় স্পন্দহীন দেহ !

ছন্দক । বিচিত্র কালের গতি—শুন যুবরাজ !
আছিল চেতন—
এবে অচেতন—মৃত্যুর পরশে ;
মহানিদ্রাগত !
এ অভাগা আর না জাগিবে !

সিদ্ধার্থ । কহ সত্য, ছন্দক, আমায়—
এ কি ওই অভাগার কুলরীতি ?
কিম্বা সবাকার ওই পরিণাম ?
মহানিদ্রা-কোলে আমিও কি করিব শয়ন ?

ছন্দক । কৈশোর—যৌবন—বার্দ্ধক্য—মরণ—
ক্রমে ক্রমে ফলে কালে যুবরাজ !
এই মানবের পরিণাম ;

মৃত্যু ফেরে সাথে সাথে ;
নাহিক নির্ণয় কবে কার হরিবে চেতন !

সিদ্ধার্থ। বুঝিলাম—জলবিম্ব সম এ শরীর !
গৌরব ইহার কিবা ?
অম্বুবিম্বপ্রায় নর ওঠে—
অম্বুবিম্বপ্রায় পুনঃ টোটে !
পাছে মৃত্যু ফেরে—লক্ষ্য নাহি করে ;—
ভ্রান্ত নরে তবু করে সুখ আশা !
জেনে শুনে অন্ধ রহে চিরদিন !
না জানি কি অলক্ষ্য প্রভাবে
ভুলায় মানবে ;—
দেখেও না দেখে,—
জেনেও না জানে ;
আচরণে হয় অনুমান,
যেন অনন্ত সময়ে
ক্ষয় না হইবে কায় !
ধিক্—ধিক্—সংসার-প্রয়াস !
ধিক্—সুখ-আশ !
ধিক্—এ জীবন ! ধিক্—এ চেতন !
শত ধিক্—ভঙ্গুর এ দেহে !
ভাবি মনে, আমার—আমার !
কেবা কার মৃত্যু পরে ?
ওই হাহাকারে কাঁদিছে রমণী,
কর্ণমূলে না পরশে ধ্বনি,—
ধরায় সম্বন্ধ নাহি আর !

ভিক্ষুর প্রবেশ

দেখ, দেখ,—
গৈরিক বসন প্রশান্ত বদন,
কমণ্ডলু করে—ধীরে করে আগমন !
কহ মোরে, এ রহস্য কিবা ?

ছন্দক। বাসনা করিয়ে পরিহার,
ভ্রমে দ্বার দ্বার—
ভিক্ষাজীবী—সংসারসম্বন্ধহীন ;
সুখ-আশে দিয়া জলাঞ্জলি,
নির্জ্জনে ঈশ্বরে পূজে ;
ব্রহ্ম-উপাসনা বিনা নাহিক কামনা।

সিদ্ধার্থ। কোথা ব্রহ্ম ?—কোথা তাঁর স্থান ?
শুনি, ত্রিভুবন সৃজন তাঁহার ;
তবে কেন রোগ শোক জরা—
দুঃখের আগার ধরা ?
মৃত্যু কেন এ জীবনের পরিণাম ?
জীবকুল কিবা অপরাধী—
নিরবধি সহে দুঃখ ?
সন্তানের দুর্গতি দেখিতে
পিতা কভু নাহি পারে !
এ সংসার সন্তাপ-সাগর,
সহে নর অশেষ যন্ত্রণা ;
কেন ব্রহ্ম না করে মোচন ?
রোগ শোকে করে আর্ত্তনাদ—
এ সংবাদ ব্রহ্ম নাহি পায় ?

কিম্বা ব্রহ্ম
শক্তিহীন দুঃখের মোচনে ?
তত্ত্ব আছে অবশ্য ইহার ;
শাস্ত্র-ব্যাখ্যা সকলি অসার—
শাস্ত্রকার অজ্ঞান সকলে !
সর্ব্বশক্তিমান যদি ভগবান—
দয়াবান কভু সে ত নয় !
সত্বর চালাও রথ—
যাব আমি পিতার সদনে ;
লইব বিদায়—ভ্রমিব ধরায়
জ্ঞানালোক অন্বেষণে ।
দুঃখের উপায়
পারি যদি করিতে নির্ণয়,
দেশে দেশে জনে জনে দিব উপদেশ ।
কাঁদে প্রাণ এ দুর্গতি হেরি,—
আর গৃহে রহিতে না পারি,
মমতায় আর নাহি বদ্ধ রব !
মহাকার্য্য সম্মুখে আমার,—
অলসে না হরিব জীবন ।
মহাকার্য্যে যদি মম তনু হয় ক্ষয়,
মৃত্যুকালে প্রবোধিব মনে,
যথা সাধ্য করেছি উদ্যম ।

সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

শুদ্ধোদন, মন্ত্রী ও পণ্ডিত

শুদ্ধো। অবশ্য এ দেবতার ছল !—
বৃদ্ধ, রুগ্ন, ভিক্ষু, মৃত এল কোথা হ'তে ?
সতর্ক প্রহরী
পথে পথে করিল গমন,—
তত্ত্ব নিতে রাজ-পথে গেলাম আপনি !

মন্ত্রী। সত্য, প্রভু, দৈবের ছলনা !
দেখা দিয়ে কোথা চলে গেল,
কেহ না দেখিল,—
প্রহরী না পায় অন্বেষণ।
এল কোথা হ'তে—দেখিতে দেখিতে,
অন্তর্দ্ধান হ'ল আচম্বিতে !

শুদ্ধো। এ সকল অদৃষ্টের গুণে !

সিদ্ধার্থের প্রবেশ

সিদ্ধার্থ। পিতা, প্রণাম চরণে ;
আসিয়াছি লইতে বিদায়—
সদয় হইয়ে তাত দেহ অনুমতি।
মিনতি চরণে,
জ্ঞান-অন্বেষণে যাব আমি গৃহ ত্যজি'।

শুদ্ধো। বৎস,
বজ্রাঘাত কেন কর এ প্রাচীন কালে ?

তোর মুখ হেরে ভুলেছি সকল জ্বালা—
ভুলেছি প্রিয়ায় ;
ধরা আর শূন্য নাহি হয় জ্ঞান।
অন্ধের নয়ন—
আঁধার ঘরের দীপ—
তোমা বিনা এ সংসারে কিছু নাহি জানি !
তুমি মম সর্ব্বস্বরতন—
রাজ্যের ভূষণ
শাক্যকুলে একমাত্র তুই রে আশ্রয় !
লহ সিংহাসন,—
যেবা প্রয়োজন এখনি তা' দিব আনি'।
কহ, পুত্র, কি হেতু বিরাগ—
সর্ব্ব ত্যাগ করিবারে চাহ !
বল,—
কার মুখ চেয়ে বাঁধিব রে হিয়া,
পুত্র আর নাহি ত আমার !
বচনে তোমার, হেরি অন্ধকার—
প্রাণ আর বক্ষে নাহি ধরে !
শুন, যাদুমণি,
বক্ষ মম ফাটিবে এখনি !
শেলসম বাণী, বৎস, আর নাহি বল !

সিদ্ধার্থ। পিতা, অসার সংসার—
রোগশোকাগার—
মৃত্যু ফিরে পায় পায় ;—
আসে—পশে কালের কবলে !

এই ভাব চিরদিন !
কোন্ হেতু আবদ্ধ রহিব ?
যৌবন না চিরদিন রয়—
জরা করে আক্রমণ।
নাহিক নিয়ম—
কবে কাল-দণ্ডে হইব পতন।
এ সংসার নহে ত আমার !—
স্বেচ্ছায় যদ্যপি নাহি ত্যজি,
আজি বা দু'দিন গতে ত্যজিতে হইবে ;
তবে কেন মোহে বদ্ধ রব ?
পারি যদি জগতের দুর্গতি হরিব।
লইয়াছি মহাকার্য্যভার—
হেন কার্য্যে বাধা নাহি দেহ নরনাথ !
নিশ্চয় যদ্যপি, তাত, হবে দেহপাত,
পুত্র বলি কেন তবে মিছা মায়া ?
কেবা কার জায়া ?
কার তরে অজ্ঞান-তিমিরে
আচ্ছন্ন রহিব চিরদিন ?
দুর্ব্বলতা ত্যজ, পিতা, উচ্চকার্য্য ভাবি ;
কর আশীর্ব্বাদ—
মনোসাধ পূর্ণ যেন হয়।

শুদ্ধো। প্রস্তরে গঠন তোর—জেনেছি নিশ্চয় !
রাজপুত্র কে কোথায় হয় গৃহত্যাগী ?
জন্মাবধি কভু নাহি জান দুঃখলেশ,
ধরি' ভিখারীর বেশ—ভিক্ষাপাত্র করে—

ঘরে ঘরে কেমনে ফিরিবি ?
কে তোমারে রাখিবে যতনে ?
কহ,—
কোন্ প্রাণে তোমারে বিদায় দিব ?
বধ'না জীবন—
কঠিন বচন আর নাহি কহ তাত !
তোমা বিনা রাজ্য হবে বন,
হবে শাক্যবংশ নাশ,—
সর্ব্বনাশ কেন কর ?
বধূমাতা অনাথা হইবে ;—
সদ্যজাত পুত্র তোর—কে তারে দেখিবে ?
কে বুঝাবে গৌতমীরে ?
করেছে পালন'—
নন্দন-অধিক তুমি তার।
অর্থ বিনা নাহি হয় ধর্ম্ম উপার্জ্জন—
সংসার-আশ্রম—
আশ্রমের সার কহে ;
কেন তবে হবে গৃহত্যাগী ?

সিদ্ধার্থ। কহ, পিতা, কিবা ধর্ম্ম-আচরণে
মৃত্যু হ'তে পায় ত্রাণ ?
কোন্ ধর্ম্মে যৌবন না হরে কাল ?
কোন্ ধর্ম্ম করি' আচরণ—
রোগ-আক্রমণ অতিক্রম করে নর ?
কে আছে ধীমান, করে বিধি দান—
হয় যাহে দুঃখ-বিমোচন ?

সন্তাপ-বারণে
কে আছে সক্ষম প্রভু ?
তাই যেতে চাই জীবের কারণে
সত্য-অন্বেষণে,—
যে সত্য-মাহাত্ম্যে হবে তাপ-বিমোচন ;
ধরা হবে পুলক-ভবন,—
অবিচ্ছিন্ন আনন্দমগন রবে নর !
করিয়াছি পণ—
লভিব সে অমূল্য রতন,—
নহে তনু দিব বিসর্জ্জন।
নশ্বর আনন্দে মম নাহি প্রয়োজন।
পিতা, কে বা জানে ?—
কালই
কালের শাসনে হ'তে পার পুত্রহীন !
উচ্চ কার্য্যে
তবে কেন নাহি দেহ অনুমতি ?
শুন, পিতা,—
এ দুর্গতি দেখিতে না পারি আর।
জীবকুল করিব নিস্তার,—
বিকাশিব জ্ঞানালোক
অজ্ঞান-তিমির নাশি'।
আজ্ঞা দেহ মহাব্রতে হই, দেব, ব্রতী।

শুদ্ধো। হায়, পুত্র, আমি ভাগ্যহীন—
হেরি নাই সুখের বদন !

সিদ্ধার্থ। সুখ নাই ছার এ সংসারে !

তাই যেতে চাই, পিতা, সুখ-অন্বেষণে।
কহি স্বরূপ বচন—
মিলে যদি অমূল্য রতন—
এনে দেব সে ধন তোমায়।
ধৈর্য্য ধর উচ্চ কার্য্য ভাবি',—
আজ্ঞা দেহ, যাই তাত, ইষ্টের সাধনে ;
নরনাথ, মহাকার্য্যে অনুকূল হও।

শুদ্ধো। বৎস, অধিক না বল,—
কেঁদে গেছে দিন,
যাবে দিন কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে !
আজি যাও প্রমোদ-ভবনে—
ক'র যথা অভিরুচি কালি।

সিদ্ধার্থ। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক—কর আশীর্ব্বাদ।

সিদ্ধার্থের প্রস্থান

শুদ্ধো। হায়, করি কি উপায় !—
প্রাণ ছেড়ে কেবা রহে দেহ ধরে ?

মন্ত্রী। মহারাজ, প্রহরী রহিব সবে—
পলাইতে নাহি দিব।

শুদ্ধো। যেবা হয় করহ উপায়,—
বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক আমার !
মহামায়া, কোথা তুমি ?
পুত্র তোর যেতে চায় গৃহ ত্যজি' !
না—না—(উন্মত্তভাবে) রাজচক্রবর্ত্তী নয় সুত
মিথ্যা নহে বিপ্রের বচন।

ওই—ওই—সিংহাসনে আমার নন্দন !
কই—কই—সিদ্ধার্থ আমার ? (মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী। এ কি—এ কি—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত পুরে !
ওঠ, ওঠ নরনাথ !

শুদ্ধো। (উন্মত্তভাবে) দেখ—দেখ—ইন্দ্রের পতাকা
উজ্জ্বল বিভায় শোভে ঝলসি' প্রদেশ !
হায়—হায়—মহাবাতে বিচ্ছিন্ন হইল !
দিক্-হস্তী আসিতেছে দশ দিক হ'তে—
পদভরে কাঁপায়ে মেদিনী !
দেখ—দেখ—পুত্র মোর করীরাজ' পরে !—
আহা ! বিমান সুন্দর—
থরে থরে মণি-মুক্ত সাজে !
শ্বেত অশ্ব চারি বহিতেছে রথ খান !—
কেবা রথে ? পুত্র মোর !
আয়, বৎস, আয় কোলে—
এ কি ? চক্র ঘোরে অনিবার !—
আগ্নেয় অক্ষরে লেখা থরে থরে—
ঘূর্ণমান চক্র করে গান !—
এ কি ? ঘোর দামামার রোল !—
গম্ভীর নিক্কনে গিরিশৃঙ্গ টল টল !—
বজ্রনাদে কেবা বাদ্য করে ?
ওই পুনঃ সিদ্ধার্থ আমার !—
দেখ—ধীরে ধীরে ওঠে অট্টালিকা ;
মেঘরাশি ভেদিয়াছে চূড়া ;—
চূড়া'পরে কুমার আমার খেলে —

দুই হাতে ছড়ায় রতন ;—
জগজ্জন আনন্দে কুড়ায় !—
কেবা ছয় জন, বিষাদে মগন,
দন্তে দন্ত করিছে ঘর্ষণ ?
কার ডরে যায় পালাইয়ে ?

মন্ত্রী। হায় ! হায় !
বুঝি রাজা উন্মত্ত হইল।

পণ্ডিত। মন্ত্রীবর, নহে উন্মত্ততা।
দিব্য চক্ষু কভু পায় নর—
ভবিষ্যৎ ঘটনা গোচর হয় তার !—
হয় অনুভব—
জ্ঞানজ্যোতিঃ লভিবে কুমার—
যাহে দগ্ধ হবে ভ্রমাত্মক শাস্ত্র যত
হেরিল পতাকা ছিন্ন সেই হেতু ভূপ।
দিক্ হস্তী সম বলবান
সত্য হবে আবিষ্কার—
প্রভাবে যাহার রাজপুত্র হবে সর্ব্বজয়ী !
বুদ্ধি-রথ আরোহণে নৃপতি-নন্দন:
সন্দেহ-সাগর করি' অতিক্রম—
লভিবে আনন্দ স্থান।
বিধিচক্র দেখায়ে মানবে—
কুমার বুঝাবে বিধির নিয়মাবলি
দুন্দুভি-নিনাদে সত্য করিবে প্রচার—
বসি' উচ্চ চূড়া'পরে—
জ্ঞান-রত্ন বিলাইবে নরে।

শাস্ত্র-গর্ব্বে গর্ব্বিত ছ'জন—
শিক্ষায় যাহার নর শিখে ভ্রম—
বিরস বদন, পলাইবে কুমারে হেরিয়ে।

দৈববাণী। রাজচক্রবর্ত্তী হবে নৃপতি-তনয়
জয় জয় বুদ্ধদেব জয় জয় জয়!

পণ্ডিত। অকস্মাৎ শুন দৈববাণী!

শুদ্ধো। এস শীঘ্র কে আছ কোথায়,—
রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র মম!
কে দেখিবে এস ত্বরা করি'— বেগে প্রস্থান

মন্ত্রী। হায়! হায়! কি হবে না জানি। সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

সিদ্ধার্থ—পশ্চাতে ছন্দক

সিদ্ধার্থ। (স্বগত) ক্ষণস্থায়ী দ্বিদল জীবন—
অর্দ্ধ সচেতন—অর্দ্ধ অচেতন!
কেবা জানে কিবা ভাব?
এই রমাদলে—কতূহলে
নাচিল গাহিল,
নানা বেশে—আবেশে অবশ তনু
হাব ভাব দেখাইল কত;
পুনঃ কি বিকৃত ভাব!—
সংজ্ঞাহীন—নাহিক উৎসব—
শব সম নিপতিত!
কেবা জানে কে পুনঃ উঠিবে?

কিম্বা
মহানিদ্রাঘোরে অচেতন রবে—
কভু না জাগিবে আর !
নহে কিছু বিচিত্র জগতে !—
এই শশী—নীলাম্বরে বসি’—
ঢালিছে কিরণরাশি হাসায়ে মেদিনী ;—
কেবা জানে
ঘোর ঘনঘটা কখন উদিবে—
ঢাকিবে কৌমুদীমালা ?
অনিয়ম—বিপরীত খেলা ;—
মর্ম্ম কেহ নাহি বুঝে !—
এই আছে—এই পুনঃ নাই !
হেন বস্তু চাই !
ধিক্—ধিক্—মানবের সংস্কার !
মরুভূমি-মাঝে ভ্রমে—মরীচিকা পাছে পাছে ;—
ভুলি’ আশার ছলনে,
ওই সুখ—ওই সুখ বলি’
ধেয়ে যায়,
উন্মত্তের প্রায় ;—
শতবার প্রতারিত—তবু নাহি শিখে ;—
শত দুঃখে ভ্রান্তি নাহি ঘুচে !
ধন্য—ধন্য সংসার-বন্ধন !
যেতে চাই—রাখে যেন ধ’রে !
প্রলোভন কহে মধুস্বরে—
কোথা যাও আনন্দ আগার ত্যজি ?

বুঝিয়ে না বুঝে মন।—
অদ্ভুত বন্ধন!
নিশ্চিন্ত ঘুমায়:—
দুরন্ত তস্কর কাল
পলে পলে হরে পরমায়ু;—
তবু নিত্য নূতন কল্পনা—
নিত্য নব সুখে উত্তেজনা।
(সহসা ছন্দককে দেখিয়া প্রকাশ্যে)
কে তুমি?

ছন্দক। দাস তব যুবরাজ!

সিদ্ধার্থ। হে সারথি,
বুঝিয়াছি কার্য্য তব নিশাকালে;
রয়েছ প্রহরী মম পথ রোধিবারে।
কিন্তু
জীবন যৌবন তব হরিতেছে কাল—
তত্ত্ব কিছু রাখ তার?
কর অশ্ব প্রস্তুত সত্বর;
কারাগারে বদ্ধ নাহি রব আর।

ছন্দক। দেব! বজ্র সম বাক্যে তব বিদরে হৃদয়।
হ'ও না নির্দ্দয়!—
তোমা বিনা রাজ্য হবে অন্ধকার।
কিবা কাজে গৃহ ত্যজে যাইবে কুমার?
পেতে রাজ্য ধন
করে নর কঠোর সাধন;—
করগত সকলি তোমার!

কিশোর বয়সে—
ক্লেশ কেন কর আবাহন ?
রাজার কুমার,—
ফুলহারে ব্যথা লাগে কায়—
কেমনে সন্ন্যাস-ব্রত করিবে গ্রহণ ?
দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায়—
সহচরী চামর ঢুলায়—
নিদ্রা নাহি হয় যার,
তরুতলে কেমনে শুইবে ?
যার ক্ষীর সর নবনী ভোজন—
ভিক্ষা-অন্নে জীবন যাপন—
এ কেমন বিধি-বিড়ম্বনা ?
রাখ বাক্য—
মনোবেগ কর সম্বরণ।—
পিতা তব ত্যজিবে জীবন ;—
অনাথিনী হবে তব প্রণয়িনী ;
সুকুমার জন্মেছে কুমার—
পালনের ভার তব 'পরে ;—
কারে দিয়ে করিবে গমন ?
গৃহে বসি' কর, প্রভু, দেবতা-অর্চ্চনা—
দূর কর দুরূহ কামনা ;—
কাঁদা'ওনা শাক্যগণে।

সিদ্ধার্থ। সাধে কি সংসার-বাস করি পরিহার ?
জনক আমার—স্নেহের আগার—
সাধে কি ত্যজিয়ে তাঁরে যাই ?

প্রাণপ্রিয়—জীবনসঙ্গিনী—
অনাথিনী সাধে কি তাহারে করি ?
পুত্রের মমতা সাধে দিই বিসর্জ্জন ?
শাক্যগণে আমা বিনা নাহি জানে,—
জেনে শুনে সাধে যাই চলে ?
কহ—কিবা ফল
অন্ধমাঝে অন্ধ হ'য়ে র'য়ে ?
ফিরিছে বিষম চক্রে মানব সকল ;—
রোগ শোকে সতত বিকল ;—
মৃত্যু মাত্র পরিণাম ;
বৃথা আশা—ইন্দ্রিয়-লালসা—
নাচায় কাঁদায় সবে !—
নশ্বর এ ভোগ-সুখ দি'ছি বিসর্জ্জন ;
মানবের দুঃখভার করিতে মোচন
করিয়াছি আত্ম-সমর্পণ।
উচ্চ উদ্দীপন-নিবারণে যত্ন নাহি কর।
অতি ক্ষুদ্র প্রাণী ধরে যা' ধরণী
তার দুঃখে ব্যথিত হৃদয় মম ;—
ধরা'পরে যেই স্থানে বইসে যতজন—
সবাকার দুঃখে মম অন্তর কাতর ;—
ব্যোমচর জলচর আদি—
যাচি আমি নিরবধি সবার কল্যাণ ;—
কিন্তু—কূল নাহি পাই !
তাই চলে যাই মুক্তি-তত্ত্ব অন্বেষণে।
জ্ঞান-রত্ন দিব আনি' মানব সকলে ;

সত্যের গৌরবে,
হিংসা দ্বেষ উঠাইব ভবে ;—
জ্ঞানালোকে—পরম পুলকে—
জগতে বঞ্চিবে প্রাণী ।
বৃথা বাক্যব্যয়ে দেখ বহিছে সময়
পরমায়ু ক্ষয় করি' ;
দিন পূর্ণ—রহিতে না পারি ;—
বহুদিন আছি মহাকার্য্য করি' হেলা !
সহায় হইয়ে—শীঘ্র গিয়ে
ঘোটক প্রস্তুত কর ;
মোহবশে হ'ওনা বিরোধী !
যাও—শীঘ্র যাও—
জগতের তাপ আর সহিতে না পারি !

ছন্দক । মহাভাগ,
কি বুঝিব মহিমা তোমার ?
হরিবারে ধরণীর ভার,
পূর্ণ অবতার উদয় মানব-মাঝে !
যে হয় সে হয়—
আর নাহি করিব বারণ ।—
মনে রেখ—এই মাত্র পদে নিবেদন । প্রস্থান

সিদ্ধার্থ । (স্বগত)
এই গৃহে প্রেয়সী আমার—
অঙ্ক'পরে কুমারে লইয়ে !
যাই—দেখে যাই—
কি জানি এ জন্মে যদি দেখা নাহি হয় ।

দেখি নাই—দেখে যাই তনয়ের মুখ।—
কাঁপে বুক বাতে পত্র যেন!
আহা! প্রিয়া আমা বিনা নাহি জানে।—
ধিক্! ধিক্! আরে মূঢ় মন—
বুঝেও বোঝনা প্রলোভন?—
বন্ধনের উপর বন্ধন
কি হেতু করিতে চাও?
যাও—চলে যাও—
উচ্চ কার্য্য সম্মুখে তোমার!
মমতায় মহাব্রত ভুল'না—ভুল'না!
জান না—জান না—
অতি শঠ প্রলোভন!
জগৎ-প্রেম করিয়ে আশ্রয়
দুর্ব্বলতা কর পরিহার।
কেবা কার ধরা-মাঝে—মৃত্যু যথা ফেরে?
দেখ—দেখ মানস-নয়নে,
জীবকুল ব্যাকুল সন্তাপে।—
পরকার্য্যে করে যেই আত্ম-সমর্পণ,
সেই ক্ষণে হয় মৃত্যুঞ্জয়।
কেন দুর্ব্বলতা—কেন এ মমতা—
মহাব্রত কেন কর হেলা?

ছন্দকের পুনঃ প্রবেশ

ছন্দক। দেব, ঘোটক প্রস্তুত।
নাহি জানি কি বেদনা বনজন্তু প্রাণে!
দু'নয়নে বহে বারিধারা—

বার বার সতৃষ্ণ নয়নে
চাহে মোর মুখ পানে !

সিদ্ধার্থ। (স্বগত) বিদায় চরণে তাত !—
বিদায় জননি !—
প্রণয়িনি ! মাগি হে বিদায় ;—
কুমার আমার !—
ফিরি যদি—চুম্বিব বদন ;—
শাক্যগণ ! বিদায় সবার কাছে ;—
ক্ষমা কর সবে।—
জীবের সন্তাপে—বিকল অন্তর মম !
(প্রকাশ্যে)
চল হে ছন্দক—
যাই—আর রহিতে না পারি ;
সকাতরে ডাকে মোরে জগতের প্রাণী ! উভয়ের প্রস্থান

গোপা ও ধাত্রীর প্রবেশ

গোপা। ধাত্রি, মম প্রাণ উচাটন—
যেন ছিঁড়িয়াছে হৃদয়-বন্ধন !
রহ তুমি শিশুর রক্ষণে—
দেখে আসি প্রাণনাথে।
নিত্য নিত্য হেরি কুস্বপন,—
আজি স্বপ্ন অতীব ভীষণ :—
যেন কমণ্ডলু করে—
ভিক্ষুবেশে দেশে দেশে ফেরে পতি।—
এ কি হেরি উদ্‌ঘাটিত দ্বার !
কপাল কি ভেঙেছে আমার ?

প্রাণনাথ ! কোথা তুমি ?
দেখা দাও—মরে অভাগিনী !

সখীগণের প্রবেশ

১ম সখী । এ কি ! একি ! কোথা যুবরাজ ?
বুঝি কপটতা করি' আছেন লুকা'য়ে ?
চল যাই—খুঁজি চারি ধারে ।

গোপা । এই কি হে ব্রতের সূচনা ?
আমি অনাথিনী—
পা দু'খানি করি আশ—
তাই বুঝি ত্যজি' বাস গেছ চলে ?
বলিতে আদরে—
জীবন-সঙ্গিনী আমি তব ;
তবে কেন ফেলে গেলে ?
যদি, গুণনিধি,
দাসী পদে অপরাধী—
কোন্ দোষে দোষী, নাথ, কুমার তোমার ?
হায় ! হায় ! কত প্রাণে সয় ?
বিধাতায় অধিক কি কব—
রাজপুত্রে করিল ভিখারী !—
মরি ! মরি ! স্বর্ণকলেবরে,
ফুলবৃন্তে ব্যথা যার লাগে—
বিভূতি কি সাজে তায় ?
শয্যা—ধরাতল,—
ভিক্ষাপাত্র কেবল সম্বল,—
শীত-তাপে জীর্ণ বাস অঙ্গে আচ্ছাদন !

হেথা আমি প্রমোদকাননে—
ভূষিত রতনে !
ধিক্—প্রাণ পাষাণে গঠিত !—
না—না—নাথ মম কোমলহৃদয় ;
ছলে কোথা আছে লুকাইয়ে।
সখি ! সখি ! এই বুঝি প্রাণনাথ ?
ওই বুঝি ?—ওই প্রাণেশ্বর !— বেগে প্রস্থান

শুদ্ধোদন ও গৌতমীর প্রবেশ

শুদ্ধো। হা পুত্র ! হা সিদ্ধার্থ ! কোথায় তুমি ? আরে নিদারুণ প্রহরি ! সত্য কি আমার সিদ্ধার্থ ঘরে নাই ?

গৌতমী। বাপধন, আমি গর্ভে ধরিনি ব'লে কি আমায় ফেলে গেলে ?—যাদুমণি ! তুমি যে আমার অঞ্চলের নিধি—আমার আঁধার ঘরের দীপ ! বাপধন, তুমি কোথায় ? কই—আমার বধূমাতা কই ? আমার পুত্র—পুত্রবধূ প্রমোদ-কাননে রেখে গিয়েছি। হায়—হায় ! রাজপুরে কেন বজ্রাঘাত হ'লো ? যাদুমণি, কখন তোর ক্লেশ সয় না—প্রভাত-অরুণে তোর মুখচন্দ্র মলিন হয়, ওরে ! কে তোরে যত্নে রাখ্‌বে ? আয়—ঘরে আয়—আমার বুকজুড়ান ধন—ঘরে আয় ! তুমি ত নির্দয় নও, আমার প্রাণ যায়—দেখে যাও।

শুদ্ধো। সিদ্ধার্থ ! সিদ্ধার্থ ! তোমার সাধের প্রমোদ-কানন শূন্য ক'রে কোথায় গেলে ? বাপ্‌রে ! ফিরে এস—তোমার বৃদ্ধ পিতাকে বধ ক'রনা—

সিদ্ধার্থের পরিত্যক্ত পরিচ্ছদসহ ছন্দকের প্রবেশ

গৌতমী। রে ছন্দক !
কোথা রেখে এলি অঞ্চলের নিধি মোর ?
ওরে ! ফিরে এলি কার বেশ নিয়ে ?
দে রে সমাচার—কোথায় কুমার !

কুড়া'য়ে পেয়েছি ধন—
সে রতন কোথায় হারা'ল ?
সে আমার নয়নের তারা—
তারে হারা হ'য়ে—
কেমনে বাঁধিব হিয়া ?
অভিমানে গেছে কি সে চলে ?
ভুলা'য়ে কি এনেছ রে ঘরে ?
সে বিনা কেমনে হায় র'ব প্রাণ ধ'রে ?
ওরে ! সে যে দুখিনীর সর্ব্বস্ব-রতন ।—

শুদ্ধো । কোথা পুত্র !—
প্রাণ রাখ দিয়ে সমাচার ।

ছন্দক । মহারাজ ! ত্যজিয়ে নগর
পবন-গমনে—বাজী-আরোহণে—
ধাইলেন যুবরাজ ;—
একাদশ যোজন করিয়া অতিক্রম,
উপনীত অনোমা নদীর তীরে ;—
ত্যজি' রাজবেশ—ছেদি' সুচিকণ কেশ—
পদব্রজে চলিল কুমার ;—
চাহিলাম যাইতে পশ্চাতে—
কোন মতে সাথে না লইল ;—
কহিলেন মোরে,—
"নিবেদন জানাইও পিতা-মাতাপদে :—
চঞ্চল তনয় বোধে ক্ষমেন আমায় ;—
আমি শত অপরাধী পায়,—
যেন নিজগুণে করেন মার্জ্জনা ।"

সন্ন্যাসিনী-বেশে গোপার প্রবেশ

শুদ্ধো। দেখ রাণি! প্রাণ ফেটে যায়—
স্বর্ণলতা বধূমাতা সন্ন্যাসিনী বেশে!

গোপা। দাও—দাও—ছন্দক, আমায়—
পতির বসন-ভূষা—মম অধিকার!
স্থাপি' সিংহাসনে—
নিত্য আমি পূজিব বিরলে।

গৌতমী। ও মা! ও মা!
কেন গো এ কাঙালিনী বেশে?
হেরে তোরে প্রাণ ধ'রে কেমনে রহিব?
ভাবি মনে—
তব চাঁদমুখ দরশনে
ভুলিব এ নিদারুণ জ্বালা।

গোপা। মাগো!
দীন বেশে দেশে দেশে ভ্রমে পতি মোর—
প্রাণনাথ সন্ন্যাসী আমার;
তাই আমি সন্ন্যাসিনী।
আমি সহধর্ম্মিণী তাঁহার—
অন্য ধর্ম্ম কেন আচরিব?
ও মা! যার আদরে আমি আদরিণী—
রাজরাণী যার পদ সেবি'—
যার তরে ফুল-অলঙ্কারে
বাঁধিতাম কবরী যতনে—
বসন ভূষণ যার তরে প্রয়োজন—
সে নাই আমার!

প্রমোদ-আগার, হের মা আঁধার ;—
হেরি শূন্যাকার দশ দিশি !
নিবিড় তামসী নিশি
আর না পোহাবে,—
প্রাণনাথ ছেড়ে গেছে নিশাকালে !
দেখ মা, দেখ মা !
অঙ্গে মম বিভূতি সেজেছে ভাল।
মাগো ! আমি সন্ন্যাসীর নারী ;—
কপালে সিন্দূর
দেখ, মাতা, করি নাই দূর।
এই মম উজ্জ্বল ভূষণ—
নাথের স্মরণ—
জীবনে আশ্রয় মম !

শুদ্ধো। (উন্মত্তভাবে)
ওই দেখ, বাজায় দুন্দুভি—
শত রবি বদনের আভা !—
দেখ—দেখ—উজ্জ্বল পতাকা
ভাতিছে গগনে !—
নৃত্য করে কত কোটি নর !—
দেখ—দেখ কুমার আমার
শ্রেষ্ঠ সবাকার ;—
রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র মম !
ওই—ওই !—চল, দেখি—দেখি।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

তরুমূলে ধ্যানমগ্ন সিদ্ধার্থ উপবিষ্ট—সম্মুখে শিষ্যদ্বয়

১ম শিষ্য। আচার্য্যের কি কঠোর সাধন—ছয় বৎসরকাল একাসনে উপবেশন ক'রে আছেন! অদ্ভুত—অদ্ভুত!—সপ্তাহে একটী বদরী আহার!

২য় শিষ্য। কঠোর পন্থা!—আমাদিগের ওরূপ হয় না। পারি—একাসনে থাক্‌তে পারি;—তবে ভোজনের পর একটু নিদ্রা না হ'লে শরীর অলস বোধ হয়। বয়স বশতঃ ওঁর ক্ষুধা মন্দা—আমাদের যুবা বয়েস!—তবে গৃহ অপেক্ষা অনেক কম করিছি;—কোথায় এক পসুরি—কোথায় এক সের!—পঞ্চাংশের একাংশে জীবনধারণ কচ্চেছি! কুষ্মাণ্ডাকার একটী ফল হ'লে, এক ফলে জীবনধারণ কত্তে পারি।

১ম শিষ্য। ক্রমে হবে,—তবে আচার্য্যের কিঞ্চিৎ মশক-দংশন সহ্য আছে,—আমাদিগের সেরূপ হয় না।

২য় শিষ্য। ওই ব্যাঘাত ধর্ম্ম-পথে বিষম কণ্টক, কর্ণের নিকট ঘোরতর ধ্বনি কত্তে থাকে!—বোধ করি, উহাদিগের হিংসা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নয়।

১ম শিষ্য। হিংসার প্রয়োজন কি? এধার ওধার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন কল্লেই শতকোটী জীব উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়। চল, ভিক্ষায় যাই—বেলাও অধিক হ'ল। মিষ্টান্নে দোষ নাই—সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে; রাজবাটী হ'তে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনা যাক্।

২য় শিষ্য। তা'র আর দোষ কি? দেখ—আচার্য্য মহাশয়ের নিমিত্ত

একটী তণ্ডুল রেখে যাও ; কি জানি—ভোজন ক'রে যদি কারুকে চরিতার্থ কত্তে হয়, বিলম্ব হবে। অল্প আহার বটে, কিন্তু ভোজনের সময় না প্রাপ্ত হ'লে ক্রুদ্ধ হ'ন—সে দিন আর আহার করেন না।

১ম শিষ্য। ক্রোধ এখনো দমন কত্তে পারেন নি—সে দিন বদরীর নিমিত্ত হস্ত-প্রসারণ কল্লেন,—আন্‌তে বিলম্ব হ'ল—আর তিন দিন বাক্য নিঃসরণ কল্লেন না।

২য় শিষ্য। কঠোরে ওই বড় দোষ—কিছু রোষের বৃদ্ধি রাখে। শাস্ত্রে বলেছে, জঠরাগ্নি আর রোষাগ্নি—উভয়ই অগ্নির স্বরূপ কি না—

১ম শিষ্য। নাও—নাও—নিকটে তণ্ডুল রেখে চল গমন করি ; বেলাও অধিক হ'ল—

২য় শিষ্য। যদি পক্ষীতে ভক্ষণ করে ?

১ম শিষ্য। তাতে আর আমাদিগের অপরাধ কি ? আমরা ত ভোজ্য সামগ্রী যথাস্থানে রাখ্‌লেম।

২য় শিষ্য। কি জান—উনি কিঞ্চিৎ ক্রোধন-স্বভাব—তাই চিন্তা। চল, বেলাও অধিক হলো ;—দুই প্রহর না হ'লে আর ভোজন হবে না।

১ম শিষ্য। ঘোরতর কঠোর ব্রত গ্রহণ ক'রেছি, কাজে কাজেই সকল সহ্য কত্তে হবে ; তাই কল্য রজনীতে ভালরূপ উদর-পূরণ হয় নাই।

উভয়ের প্রস্থান

সিদ্ধার্থ। ঘূর্ণমান মস্তিষ্ক আমার,—
বুঝি তনু হ'বে ক্ষয় !
সত্যতত্ত্ব না হ'ল সঞ্চয়—
না হইল মানবের দুঃখ-বিমোচন !
যদবধি দেহে আছে প্রাণ—
করি সত্যের সন্ধান।
ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি'—

সৌরভ বিতরি' আপনি শুকায়ে যায় ;—
মৃত্যু-ভয় আছে কি কুসুমে ?
উচ্চ শাল, তাল—
অভ্রভেদী শির আনন্দে হেলায়,
অনিলে করিয়ে আবাহন—
রয়েছে মগন আপন আনন্দভরে ;
হেরি' জ্ঞান হয় মৃত্যুকে না করে ভয়।
তরু মম গুরু—
তাপ, হিম, বাত্যা, জল,
শিখায়েছে সহিতে সকল।
আছে সমভাবে—
আত্ম-কার্য্য নাহি ভোলে ;
তবে কি হেতু বা স্বকার্য্য ভুলিব ?
মগ্ন হই পুনঃ মহাধ্যানে।
ত্যজিয়াছি সকল মমতা—
জীবনে মমতা কিবা হেতু ?

দেববালাগণের প্রবেশ ও গীত

বেহাগ—যৎ

আমার এ সাধের বীণা—যত্নে গাঁথা তারের হার।
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার॥
তানে মানে বাঁধলে ডুরি, তারে শতধারে বয় মাধুরী,
বাজে না আল্‌গা তারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার॥
সাধের বীণার মরম যে জানে, সে ত তার বাঁধে না টানে,
দীনের কথা মধুর গাথা শুনে সে প্রাণে ;
যে জোর ক'রে ডোর বাঁধবে টানে, বীণা নীরব রবে তার॥

গান করিতে করিতে প্রস্থান

মধুর সঙ্গীত !—
উপদেষ্টা গায়িকা আমার ।
ভোগ-তৃষ্ণা বিষময় যথা,
সেই মত শরীর-নিগ্রহ ;
উভয়ে না হয় সত্য-লাভ ।
মধ্যপথ করিব গ্রহণ—
সেই ধর্ম্ম সনাতন ।
দেহ-রক্ষা বিনা
কেমনে করিব দিব্যজ্ঞান-অন্বেষণ ?
দেহের মমতা যত্নে ত্যজিতে উচিত—
কিন্তু দেহ-রক্ষা অতি প্রয়োজন ।
আছিলাম ভোগে—করেছি কঠোর,—
ফলে নাহি ফল তাহে ।
দেখি,
নিয়মিত আচারে কি ফলে । অপর তরুমূলে উপবেশন

পূর্ণা ও পায়সান্ন-হস্তে সুজাতার প্রবেশ

সুজাতা । সখি, বুঝি মম পূরাতে কামনা,
বনদেব উদিত আকার ধরি' ।
তেজঃপুঞ্জকায় হের কেবা মহাশয়—
মহাধ্যানে নিমগ্ন তরুর মূলে !
সপ্তবর্ষ গত,
এই তরুতলে করেছি কামনা—
পাই যদি মনোমত পতি,
হয় যদি পুত্রলাভ,
পূর্ণিমার দিনে

বর্ষে বর্ষে—পায়সান্ন দিব উপহার।
পূর্ণ মনস্কাম,—
তাই কল্পতরু ধরিয়ে মূরতি,
বসিয়াছে ল'তে মম পূজা!
কর পান, ভগবান, মম উপহার;
কর আশীর্ব্বাদ—
পতি-পুত্র রহুক কুশলে।

সিদ্ধার্থ। পূর্ণ হ'ক কামনা তোমার।

পায়সান্ন রাখিয়া পূর্ণা ও সুজাতার প্রস্থান

অদূরে শিষ্যদ্বয়ের পুনঃ প্রবেশ

১ম শিষ্য। ওহে, পায়সান্ন!—

২য় শিষ্য। উদর পরিপূর্ণ;—অপরাহ্লে দেখা যাবে।

পায়সান্ন লইয়া সিদ্ধার্থের প্রস্থান

১ম শিষ্য। পায়সান্ন ল'য়ে আচার্য্য কোথায় গমন কচ্চেন?

২য় শিষ্য। শঙ্কা নেই;—কিঞ্চিৎ মাত্র পান ক'রবেন!

১ম শিষ্য। (নেপথ্যে চাহিয়া) না—না—লক্ষণ ভাল না; ওই! ওই!—করে কি?—এ যে ধর্ম্ম নষ্ট হ'ল!

২য় শিষ্য। (নেপথ্যে চাহিয়া) আর ধর্ম্ম নষ্ট;—সমস্ত ভাণ্ড নষ্ট—এক চোঁচায় পান!

১ম শিষ্য। না—এ স্থানে আর থাকা নয়;—লোভীর নিকটে থাক্‌লে লোভ বৃদ্ধি পাবে।

২য় শিষ্য। আমিও মনে মনে বিচার কত্তেম্—একটী তণ্ডুল বা তিল আহার ক'রে কি সপ্তাহ কাটে? বোধ করি, যে স্থানে উপবেশন কত্তেন, ওর নিম্নে গহ্বর আছে!—চল, অনুসন্ধান করি গে। এ স্থানে থাকা বিধেয় নয়, কাশীধামে গমন ক'রব;—পথের সঞ্চয় কিঞ্চিৎ চাই।

১ম শিষ্য। (অনুসন্ধানের পর কিছু না পাইয়া) তুমিও যেমন! অপর কোন স্থানে লুক্কায়িত রেখেছেন; আমরা ভিক্ষায় যাই—আর গাত্রোত্থান ক'রে আহার করেন! গবেষণা ক'রে কেন দেখ না—এক দণ্ড পদ্মাসনে ব'সলে পদদ্বয় কন্‌কন্ কত্তে থাকে,—এককালে ছয় বৎসরকাল উপবেশন কি সম্ভব?

২য় শিষ্য। না—না—শঠের নিকট অবস্থান উচিত নয়; অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করি;—ভিক্ষার প্রয়োজন নাই—মুখ তুলে উত্তম সামগ্রী দিয়ে যাবে।—আর বিশ্বেশ্বর-দর্শন, বেদ-অধ্যয়ন—

১ম শিষ্য। বলি—পথের সম্বল ত কিছুই নাই।

২য় শিষ্য। গৃহস্থদিগকে কৃতার্থ কত্তে কত্তে যাব।

১ম শিষ্য। সে যে বহুদূর;—বন্যপথে গৃহস্থ কোথা?

২য় শিষ্য। তা বটে; তা—কোথাও কিঞ্চিৎ অপহরণ কল্লে হয় না? কাশীধামে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করা যাবে—

১ম শিষ্য। যদি তস্কর বলে ধৃত করে?

২য় শিষ্য। অমনি সহসা কি কিছু করা যাবে? রজনী-যোগে গ্রহণ ও দ্রুত পদসঞ্চালন।

১ম শিষ্য। সেই উত্তম; এস্থানে আর নয়—ধর্ম্ম নাশ হবে।

উভয়ের প্রস্থান

একদিকে সিদ্ধার্থ অপর দিকে রাখালের প্রবেশ

সিদ্ধার্থ। কহ, হে পথিক, দ্রুতপদে কোথায় গমন?
কেন তব বিরস বদন?
শ্রমজল ঝরে ঝর ঝর,—
কি কারণ
বিশ্রাম না কর তরুতলে?
আহা! দাঁড়াও—দাঁড়াও,—

কথা কও,—

কেন তব চক্ষে বহে ধারা ?

রাখাল। বলি—কেন ঠাকুর, পেছু ডাক্‌লে বল ত ? "দাঁড়াও—দাঁড়াও"—গদ্দানটা তখন তুমি আমার হ'য়ে দেবে ? আমি যার আশ পূরে জল খেতে পেলেম না—

সিদ্ধার্থ। কেন বাপু—তোমার কি হ'য়েছে ?

রাখাল। বলি, রাজার কি হুকুম জান ? আমি গরীব, ছাগল চরিয়ে খাই,—আমার সব ছাগলগুলি তাকে দিতে হবে ; আজ সন্ধ্যার সময় পৌছুতে পারি ভাল, নইলে আমার গর্দ্দান যাবে। ওই দেখ—কেলে কেলে ছাগল ত নয়, যেন মোষের ছানা।—সব ছাগল গেল, কি ক'রে খাব তাই ভাবছি—

সিদ্ধার্থ। কেন বাপু—তোমার অপরাধ কি ?

রাখাল। অপরাধ আর কি ? তাঁর বাড়ী পূজো,—বলি দেবেন।

সিদ্ধার্থ। তোমার পণ দেবেন না ?

রাখাল। হুঁ—পণ দেবেন—গদ্দান রাখ্‌লে হয় ! সে কি এমনি রাজা ?—ডাকাতের রাজা ; ছাগল না দিলে গাঁ জ্বালিয়ে দেবে ! লাখ্ ছাগল বলি না দিলে তার পূজো হবে না—

সিদ্ধার্থ। লক্ষ প্রাণী বধ !—চল বাপু—আমি তোমার সঙ্গে যাব।

রাখাল। যাবে—চল, ছাগল থাকে ত সঙ্গে নাও—অমনি গেলে তোমায় না বলি দেয় !—হায় ! হায় ! কি হ'ল ?—আমার সর্ব্বনাশ হলো ! কেমন ক'রে আমার দিন যাবে ?

সিদ্ধার্থ। বাপু ! তুমি কেঁদনা—আমি গিয়ে রাজাকে নিবারণ ক'রব, তোমার ছাগল নেবেন না।

রাখাল। তোমার কোন দেশে বাড়ি গো ? রাজাকে বুঝি এখনও চেন না ?

সিদ্ধার্থ। তোমার ভয় নাই—চল।

রাখাল। আহা! ঠাকুর, তুমি কে গা? তোমার মিঠে কথা শুনেও প্রাণ জুড়’ল। উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিম্বাসার রাজার পূজা-গৃহ—সম্মুখে কালীমূর্ত্তি

বিম্বাসার, মন্ত্রী ও ব্রাহ্মণদ্বয়

১ম ব্রাহ্মণ। সহস্র বলির এক এক হোম হ’লে দশ দিনে হোম সাঙ্গ হবে না;—লক্ষ বলির এক এক হোম হোক্। ভট্‌চাজ! ও হোম শ্রম মাত্র;—রুধির-কর্দ্দমই হ’ল কাজ।

২য় ব্রাহ্মণ। বলি—প্রতি বলিতে ঘৃতাহুতি—পট্টবস্ত্র—স্বর্ণমুদ্রা—এ তো চাই।

১ম ব্রাহ্মণ। তা তোমায় মহারাজ বঞ্চিত ক’রবেন না; তবে কি জান ভট্‌চাজ—সমস্ত দিন যদি হোম ক’রবে, ত খাওয়া-দাওয়া ক’রবে কখন? ভোজন-দক্ষিণাটাও আছে ত—

২য় ব্রাহ্মণ। ঘৃতকুম্ভ, পট্টবাস ও কাঞ্চনখণ্ড যদি উৎসর্গ হয়, তা হ’লে আর হোমের প্রয়োজন করে না বটে।

১ম ব্রাহ্মণ। মন্ত্রী মহাশয়! ছাগ কোথায়? উৎসর্গ করে দিই—বলি আরম্ভ হোক্।

দূতের প্রবেশ

দূত। মহারাজ! এক অদ্ভুত রাখাল ছাগপাল ল’য়ে আস্‌ছে। আহা—কি অপূর্ব্ব রূপের জ্যোতি! নগরের সমস্ত লোক রূপ-দর্শনে তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আস্‌ছে।

১ম ব্রাহ্মণ। মহাযজ্ঞক্রিয়া; কত লোক আ’সবে—কত লোক যা’বে;—বলি আরম্ভ হোক।

সিদ্ধার্থের প্রবেশ

সিদ্ধার্থ। মহারাজের জয় হোক।

বিম্বাসার। (স্বগত) কে এ পুরুষ!

(প্রকাশ্যে) কে তুমি ?

সিদ্ধার্থ। আমি ভিক্ষুক।

বিম্বা। ভাল, যজ্ঞ হোক্—ভিক্ষা পাবে।

সিদ্ধার্থ। রুধির-কর্দ্দম যজ্ঞ হ'লে আর ভিক্ষা ল'ব না। মহাযজ্ঞ ক'রছেন—ভিক্ষুককে বিমুখ ক'রবেন না।

বিম্বা। মন্ত্রী! কোষাধ্যক্ষকে বল—ওকে কিঞ্চিৎ রত্ন প্রদান করে।

সিদ্ধার্থ। ভিক্ষা মম ভূপতি-সদনে,—
কোষাধ্যক্ষ দিবে কিবা ?
আসি নাই অন্য ভিক্ষা তরে—
প্রাণীবধ-যজ্ঞ দান কর মহারাজ!

বিম্বা। তুমি কি বাতুল ? আমি পুত্র-কামনায় যজ্ঞ করেছি। দেখ্‌ছি তোমার সন্ন্যাসীর মত আকার; কেন অধর্ম্মে মতি দাও? তুমি সন্ন্যাসী—এ জন্য তোমায় মার্জ্জনা করেছি; বলির সময় অন্য কেউ উপস্থিত হ'লে প্রাণবধ করতেম। যাও—নিরস্ত হ'য়ে ব'স—মহামায়ার পূজা দেখ।

সিদ্ধার্থ। করি পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা উপাসনা ;—
কেন তবে কর বধ কোটি কোটি প্রাণী ?
জগন্মাতা—
পুত্র তার ক্ষুদ্র কীট আদি!
দেখ—নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়!

যদি, নৃপ, কৃপা নাহি কর—
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ?
নির্দ্দয় যে জন—
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি !
কেন প্রাণীনাশ করি' ভাসাইবে ক্ষিতি ?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন—
দুর্ব্বল এ ছাগপাল ;—
হায় ! হায় ! ভাষায় বঞ্চিত,—
নহে—উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
"প্রাণ যায় রক্ষা কর নরনাথ !"
মহারাজ !
জীবগণ হিংসি' পরস্পরে,
ভাসে মহাদুঃখের সাগরে।
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জ্জন ?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?
মহাশয় ! জানিহ নিশ্চয়,
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণ দানে নাহিক শকতি—
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণ নাশ ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে
কাতর প্রাণের তরে—মানব যেমতি !
মানবের প্রায়

অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে কায়,—
বেদনা জানাতে নারে!
বধি' তারে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন
না হয় কখন—
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হ'ন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান ;
দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ—
যদি তাহে হ'য়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি রাজা তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ—
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ,—
বধ, রাজা, আমার জীবন—
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান।
নরনাথ! কল্যাণ হইবে—
পুত্র কোলে পাবে—
এড়াইবে জীবহিংসা-দায়।
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায় ;
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ—রাখ যোগীর মিনতি—
বসুমতী কলুষিত ক'রনা, ভূপাল!

স্বার্থ হেতু—
ক'রনা হে কোটি প্রাণীবধ !
কোথায় ঘাতক !—রাজ-কার্য্যে বধ মোরে।

বিম্বা। মতিমান !
আমি অতীব অজ্ঞান—
নিজ গুণে কর ক্ষমা।
জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তব খুলেছে নয়ন—
বুঝিয়াছি হিংসা সম নাহি পাপ।
তুমি জগৎগুরু—স্থান দেহ শ্রীচরণে !
নাহি আর পুত্রের কামনা—
নাহি রাজ্যধন-আশ ;—
ত্যজি বাস যাব সাথে সাথে
সেবিতে চরণ দুটি।
কে তুমি হে, দেহ পরিচয়।
জ্ঞান হয়—কভু তুমি নহ সাধারণ,
বঞ্চনা ক'রনা, দেব, দেহ পরিচয়।

সিদ্ধার্থ। শুন নরপতি !
হেরি' জীবের দুর্গতি,
আসিয়াছি জ্ঞান অন্বেষণে।
রাজবংশে একক নন্দন—
ছিল রত্ন ধন ;—
আসিয়াছি প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিয়ে !
কর আশীর্ব্বাদ—
যেন পূরে মনোসাধ—
পারি যেন হরিবারে জীবের সন্তাপ।

নরনাথ! বঞ্চহ কল্যাণে—
যাই আমি যথাস্থানে।

বিম্বা। প্রভু! আমি তব যাব সাথে—
জীবন ত্যজিব, প্রভু, বঞ্চনা করিলে।

সিদ্ধার্থ। হে ভূপাল! ধরহ বচন,
অকারণ রাজ্যধন কি হেতু ত্যজিবে?
প্রেমে কর প্রজার পালন।
হয় যদি সফল জনম—
পাই যদি দুর্ল্লভ রতন—
কহি সত্য বাণী, নৃপমণি,
দিব আনি সে রত্ন তোমারে।
দেখ, রাজা, বহিছে সময়—
আর না রহিতে পারি।

প্রস্থান

বিম্বা। মন্ত্রী, রাজ্যে মম সত্বর ঘোষণা দেহ,
জীব-হিংসা কেহ নাহি করে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন কর বিতরণ—
দেবার্চ্চনা অধিক নাহিক আর।
আছিল যে ভ্রান্ত সংস্কার—
হ'ল দূর সাধু-দরশনে;—
আজি হ'তে হবে রাজ্যে বলিহীন পূজা।

প্রস্থান

১ম ব্রাহ্মণ। বলি মন্ত্রী মহাশয়! হোমের ত কোন বাধা নেই?

মন্ত্রী। আপনাদের প্রাপ্য সকলি পাবেন—

প্রস্থান

২য় ব্রাহ্মণ। তবে আর কেন? পূজা ত হ'য়েছে—মহামায়ী এখন বিশ্রাম করুন, আমরাও গমন করি।

১ম ব্রাহ্মণ। ভট্চাজ,—বিড়ম্বনা!—বিড়ম্বনা!—কোথাহ'তে অকাল কুষ্মাণ্ড এল!—ছাগ-মাংস বহু দিন ভক্ষণ করিনি—বিড়ম্বনা!—বিড়ম্বনা!—

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তরুতল

সিদ্ধার্থের প্রবেশ ও উপবেশন

একজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

স্ত্রী। পিতা,
বুঝি আর নাহি মম পুত্রের উপায়!

সিদ্ধার্থ। কে তুমি কল্যাণি?—
কিবা প্রয়োজন তব?

স্ত্রী। পিতা, ভুলেছ কি দুহিতারে?
পুত্রের জীবন-আশে করিনু কামনা—
আজ্ঞা দিলে আনিবারে কৃষ্ণ তিল।

সিদ্ধার্থ। এনেছ কি তিল, বৎসে, হেন স্থান হ'তে,
যথা মৃত্যুর নাহিক সমাগম?

স্ত্রী। করিলাম অনেক সন্ধান,—
নাহি হেন স্থান!
প্রতি গৃহে—প্রত্যেক কুটীরে—
জিজ্ঞাসিনু জনে জনে;

কেহ কভু মরে নাই যথা,—
নাহিক আবাস হেন !

সিদ্ধার্থ। তবে কেন কর মৃত-পুত্র-আশা ?
জেন, সতি, কাল বলবান্—
মৃত্যু-হস্তে ত্রাণ কভু কেহ নাহি পায় !
যে সন্তাপ সহে সর্ব্বজন—
যাহা নাহি হয় নিবারণ—
তাহার কারণ ক'রনা রোদন মাতা !
ধৈর্য্য মাত্র মহৌষধি শোকে—
অনন্য উপায় বালা !

স্ত্রী। পিতা, তব উপদেশে
ধৈর্য্যের বন্ধন দিব প্রাণে।
আসি নাই পুত্র-আশে—
আসিয়াছি তব দরশনে !
কিন্তু
নয়ন-আনন্দ ছিল নন্দন আমার ! প্রস্থান

সিদ্ধার্থ। হায়—এই হাহাকার ঘরে ঘরে !
কবে হবে দিন—
মহৌষধি বিতরিব জীবে ?
উদ্দীপন বিফল কি হবে ?
উৎসাহে কহিছে মম প্রাণ—না, তা নয় !—
সংশয়ে না দিব স্থান ;
জ্ঞানালোকে বিনাশিব দুঃখের তিমির,—
জীবন থাকিতে ভঙ্গ কভু নাহি দিব ?

প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কানন

সিদ্ধার্থ—তরুমূলে উপবিষ্ট

সিদ্ধার্থ। আজি জ্ঞান হয়—
বিশ্বময় আনন্দের রোল !—
যেন জীব-জন্তু কহিছে সকল—
আজি হবে দুঃখ-বিমোচন ;—
জল, স্থল, ব্যোম্, সমীরণ,
মহানন্দে করিছে কীর্ত্তন—
জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিবে ভবে ;—
অজানিত সঙ্গীতের ধ্বনি—
পরশে শ্রবণ-পথে ;—
মন যেন মর্ত্ত্যে আর নাই !
কোথা আমি—
কিবা আমি—যাইতেছি ভুলে ;—
দেহ হ'তে হইয়ে বিস্তার—
প্রাণ আমার ব্যাপিতেছে ত্রিভুবন,—
কিবা নব ভাব আবির্ভাব—
নির্ণয় করিতে নারি !
করিব সমাধি—আর না জাগিব—
যত দিন জ্ঞান নাহি হয় লাভ।

সমাধিস্থ হওন

মারের প্রবেশ

মার। (স্বগত)
ফুরা'ল আশা—বাসা,

সর্ব্বনেশে ব'সল ধ্যানে!
হায়, কি ক'রব উপায়?
কথা কি আর শু'নবে কাণে!
(প্রকাশ্যে) বৎস,
তুমি রাজার কুমার—
বিদরে হৃদয় এ দশায় দেখে তোরে!
কার তরে তরুতলে এ সমাধি?
যাও—ফিরে যাও।
অনাথিনী তব প্রণয়িনী
শোকে মগ্ন দিবস-রজনী ;—
পিতা মৃতপ্রায়,—জননী লুটায় ভূমে!
যেই বস্তু নাই—
মিছে কেন তার উপাসনা?
আকাশ-কুসুম—
কেহ যাহা দেখেনি কখনও—
কেন তার কর অন্বেষণ?

সিদ্ধার্থ। দূর হ রে ছায়া প্রতারক ;—
প্রলোভন দেখায়োনা মোরে।
ওই দূরে মহাজ্ঞান জ্যোতিঃ
হেরি আমি মানস-নয়নে!
সে জ্যোতিঃ আনিব—হৃদয়ে স্থাপিব।
মরি—কিবা জ্যোতিঃ বিমল উজ্জ্বল!

সন্দেহের প্রবেশ

সন্দেহ। জ্ঞান যদি চাও—এই কি রে তার পথ?
না জানি কেমন গেরো ;

দেখ্‌লে তো বছর বারো,—
ফল্লো কি তোর—ফল্লো মনোরথ ?

সিদ্ধার্থ। আরে রে সংশয় !
আর মন নারিবি টলাতে।
যাও হেথা হ'তে।

সন্দেহ। ও রে ! কে রে—কে রে !
প্রাণ গেল রে—প্রাণ গেল রে ! প্রস্থান

কুসংস্কারের প্রবেশ

কুসংস্কার। দেখ, দেখ, নিতান্ত অবোধ !
বেদ-বিধি করিয়ে লঙ্ঘন—
ত্যজি' শাস্ত্রের বচন—
করে মহাধ্যান,
নবপন্থা করিবারে আবিষ্কার।
হবে অধঃপাত—মহা অপরাধে।
দেব-দ্বিজ নাহি মানে—
না মানে ব্রাহ্মণ গুরু—
হেন অহঙ্কারে নিস্তার কি পাবে কভু ?

সিদ্ধার্থ। যা রে—যা রে—মহা অন্ধকারে
কর বাস চিরদিন ;
দূর হ রে !—হেথা নাহি স্থান। কুসংস্কারের প্রস্থান

রাগ, অরতি, কাম ও গোপার বেশে রতির প্রবেশ

সকলের গীত

পরজ কালেংড়া মিশ্র—খেম্‌টা

ব'স্‌লো অলি ঢুলে ফুলের গায়।
সই লো প্রাণ শিউরে ওঠে মলয়া হাওয়ায় ॥

কোকিলে কুহু বলে—উহু ! প্রাণ হু হু জ্বলে ;
খেলে লো চকোর চাঁদে, প্রাণ যারে চায় সে কোথায় ?

রতি । হায়, প্রাণনাথ, রক্ষা কর—
যায় প্রাণ মদন দাহনে !
বুকে বুকে—মুখে মুখে ছিনু দুই জনে,
সদা মিষ্ট আলাপনে করিতাম কেলি—
শুক শারী যেন কুঞ্জবনে !
হায়, হেন স্বর্গ-সুখ ভুলেছ কেমনে ?
এস প্রাণ-সখা—রাখি হৃদি' পরে ।
হের, ফুলকুল আকুল সৌরভে ;—
বহিতেছে বসন্ত অনিল ;—
গাহিছে কোকিল ;—
এস, প্রেমরণে মাতি দুইজনে ;
আঁখিবাণে পরস্পরে করি জরজর—
আলিঙ্গনে ভুলি ত্রিভুবন ।

সিদ্ধার্থ । দূর হ রে দুশ্চারিণি !
আসিয়াছ প্রিয়ার আকারে—
অভিশাপ নাহি দিব তোরে ।
ছায়া হেরি' নাহি ভুলে জ্ঞান-প্রার্থি জন ।

সকলে । ও মা ! ও মা ! কেন এলুম ?
আগুন-তাতে জ্ব'লে মলুম !

সকলের প্রস্থান

ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হওন

বিঘ্নকারিগণের পুনঃ প্রবেশ ও গীত

সারং মিশ্র—পটতাল

কোঁ কোঁ কোঁ বওরে ঝড়,
ডাক্ রে আকাশ কড়্ কড়্ কড়্
তড় তড় তড় পড় রে জল,
দে পৃথিবী রসাতল,
নরক থেকে আয় রে ঝেঁকে,
নৃত্য কর এঁকে বেঁকে ;
লক্ লক্ জ্বল আগুন-শিখে,
হাততালি দে বিভীষিকে ;
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ আয় রে আঁধার,
কাঁপ্‌রে মাটী এধার ওধার ;
খস্‌রে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে,
পড়্‌রে পাহাড় লাখে লাখে ;
উথলে ওঠ্ বিষের ঢেউ,
বেঁচে যেন না যায় কেউ ;
আয় চলে জল সাগর থেকে,
চন্দ্র সূর্য্য ফেল্ রে ঢেকে ॥

মার ব্যতিত সকলের প্রস্থান

মার। হ'ল মায়া ছার খার—
গেল আমার অধিকার!

মারের প্রস্থান

সিদ্ধার্থ। কি দেখি! কি দেখি!—জলবিম্বপ্রায়
কত শত বিশ্ব ভাসে অসীম অনন্ত স্থানে,—
উজ্জ্বল—উজ্জ্বলতর ক্রমে।—
কে করে গণন,

ঘূর্ণ্যমান কত শত বিশাল ভুবন
রক্ষার কারণ,
কিরণ-শরীর ফেরে দেবদূতগণ ?
ভিন্ন লোক—কিন্তু একনিয়ম অধীন !
বিচিত্র নিয়ম !—
ফোটে আলো—আঁধার হইতে ;—
অচেতন—সচেতন ক্রমে ;
স্থূল শূন্যেতে মিশায় ;
শূন্য পুনঃ স্থূল-প্রসবিনী ;
মৃত—সঞ্জীবিত ;—
জীবন মরণ করে গ্রাস ;—
মহাশক্তি ভাঙ্গে গড়ে !
নিয়ত এ শক্তি বহে হ্রাসবৃদ্ধিহীন ।
এস, সত্য, হৃদয়ে আমার—
কর মোরে অধিকার ।
যাও—যাও নশ্বর নয়ন ;
ক্ষুদ্র দৃষ্টি তব প্রয়োজন নাহি আর ।

যোগবলে শূন্যে উত্থান

এই সত্য !—
দুঃখ ছায়াসম জীবনের সাথী,
অত্যাজ্য জীবনে—
না হবে বারণ, প্রাণ রবে যতক্ষণ ;—
জনম—বর্দ্ধন—মৃত্যু—অবস্থা কেবল ;—
দ্বেষ বা প্রণয়—
আনন্দ—যন্ত্রণা—মানসিক অবস্থার ভেদ ;

যত দিন না ফোটে নয়ন—
মায়া বোধ যত দিন না হয় এ সব—
তদবধি নাহি যায় দুঃখ-সুখভোগ ;—
অবিদ্যাজনিত ছল যেই জন জানে—
টুটে তার জীবন-মমতা ;—
মায়ার ছলনে হয় সংস্কার উদয় ;—
পঞ্চভূত হ'য়ে সম্মিলন
জীবজ্ঞান করিছে সৃজন ;—
জীবজ্ঞানে তৃষ্ণার উদ্ভব—
বেদনা সন্তান তার।—
সে তৃষ্ণায় যত কর পান,
না হয় নির্ব্বাণ—
বৃদ্ধি হয় অগ্নি যথা আহুতি-প্রদানে ;—
আমোদ-প্রয়াস—উচ্চ আশ—
ধনলিপ্সা যশোলিপ্সা আদি—
তৃষ্ণানলে ঘৃতাহুতি ;—
সযতনে জ্ঞানিজন তৃষ্ণা করে দূর,—
কর্ম্মফলে দুখ-সুখভোগ—
কর্ম্মগত-ভোগ সহে ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ,—
নিগ্রহে ইন্দ্রিয় হয় হত,—
ক্রমে তায় হয় কর্ম্মনাশ,—
কর্ম্মধ্বংসে পবিত্রতা করে অধিকার—
নির্ব্বিকার, উপাধিবিহীন,—
স্বপ্নবৎ অবিদ্যা ফুরায়,—
দেবের দুর্ল্লভ—অতুল বৈভব—

জরা-মৃত্যুহীন
নির্ব্বাণ-রতন করে লাভ !
জেনেছি—জেনেছি—
পূর্ব্বতন বোধি-স্বত্ববংশোদ্ভব আমি—
নাহি মম নাম—নাহি জন্মভূমি—
গোত্র—জাতি—বর্ণ বা জীবন !
জ্ঞানালোক—জ্ঞানালোক—
তিমির নাহিক আর !

সিদ্ধচারণগণ এবং দেবদেবীগণের প্রবেশ

সকলের গীত

সাওন মিশ্র—একতালা

পুরুষ। স্থল জল ব্যোম তপন পবন গাও গভীর তানে।
স্ত্রী। জাগ কুসুমলতা শাখী-পাখী গাও নবীন প্রাণে।
সকলে। আজি আনন্দ-উৎসব ॥
পুরুষ। গেল কুস্বপন, পোহাল যামিনী, জ্ঞান-অরুণ হাসে।
স্ত্রী। দীন হীন তরে দীন উদাসী একা তরুতলে বাসে।
পুরুষ। সতত মত্ত উচ্চ তত্ত্ব নিত্যসত্য-দানে,
স্ত্রী। চিতচকোর, রহ বিভোর, চরণে সুধাপানে।
সকলে। আজি আনন্দ-উৎসব ॥

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কানন

ব্রাহ্মণ, দস্যু ও বণিক

ব্রাহ্মণ। বাপু, আমি ব্রাহ্মণ—তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্চি, চিরজীবী হও—তোমার বাড় বাড়ন্ত হোক্—এ ধর্ম্মরক্ষা তোমায় ক'রতেই হবে; আর দেখ, তোমার বিশেষ লভ্যও আছে। এই ব্যক্তি আমার শিষ্য—ইনি একজন মহা ধনাঢ্য বণিক্—যদি এই নেড়া ভণ্ড ব্যাটাকে তুমি জব্দ ক'রে দিতে পার, তোমায় কোটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান ক'র্‌ব। ব্যাটা ছেলে ধরে—মেয়ে ধরে; দেখনা—আমার শিষ্যের একটী বই সন্তান নয়—অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী; তারে নে ব্যাটা মাথা মুড়িয়েছে!

দস্যু। কেন, সে কি দল করেছে নাকি?

ব্রাহ্মণ। তবে আর বল্‌চি কি?

দস্যু। তার দলে খেলোয়াড় ক'জন?

ব্রাহ্মণ। খেলোয়াড় কি?—সে ধর্ম্মলোপ ক'রবার দল করেছে—খেলোয়াড় টেলোয়াড় কেউ নেই।

দস্যু। তুমি পাগল নাকি? খেলোয়াড় ভিন্ন দল হয়? সে নিজেও খুব খেলোয়াড় হবে।—যদি খেলোয়াড় নেই, তো দল বল নে মার্‌তে পার না? তবে এখানে এসেছ কেন? সন্ধান নাও গে—সন্ধান নাও গে—খেলোয়াড় আছে বই কি! তা না হ'লে কি দেশ-বিদেশে বেড়াতে পারে? আমিও সন্ধান নিচ্চি;—কি নাম বল্লে?—"বুদ্ধি" না কি নাম বল্লে?

ব্রাহ্মণ। বুদ্ধ ;—সে খেলোয়াড়ের দল না ; ব্যাটা কি মন্তর জানে—এই ক'মাসের ভেতর দেশটা সুদ্ধ নাস্তিক ক'রে তুল্‌লে !

দস্যু। ও ঠাকুর—বুঝেছি ; তোমার বিদেয় নিয়ে ঝগড়া ! বলি—সেও তো বামুন ?

ব্রাহ্মণ। তার বায়ান্ন পুরুষে বামুন নয়—

বণিক। বাপু ! আমার একটী ছেলে—তারে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে ; আমি তোমায় দু'কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা দেব, আমার ছেলেটী ফিরিয়ে এনে দাও।

দস্যু। ভুলিয়ে নে গে কি করে ? সিদ্ধাই হবে বলে নরবলি দেয় কি ?

ব্রাহ্মণ। ও বাপু, তা নয় ; তার আবার সিদ্ধাই ! ব্যাটা ধর্ম্মলোপ কর্‌বার জন্যে ফির্‌ছে।

দস্যু। তবে কি টাকা ভুগিয়ে নেয় ?

বণিক। তা নয়—ব্যাটা নাস্তিক-ধর্ম্ম প্রচার ক'র্‌ছে।

দস্যু। আর বল্লে না—মেয়ে বার করে ?

ব্রাহ্মণ। হাজার হাজার মেয়ে ছুটে গে তার পায়ের ধূলো নে আসে ; ধর্ম্ম লোপ হ'ল—কেউ আর বার-ব্রত-ট্রত করে না।

দস্যু। বলি—কারুর ধর্ম্মনষ্ট ক'রেছে ?

ব্রাহ্মণ। বলি—তা কেন ? বুঝ্‌তে পাচ্চোনা ? মাগী-মদ্দ ভুলিয়ে নে দল বাড়ায়।

দস্যু। টাকাও নেয় না—ধর্ম্মনষ্টও করে না—বিদেয়ের জন্যেও ঝগড়া করে না ! তবে রে শালা বামুন—মাংঠাপনা কত্তে এসেচ ? ধরিয়ে দেবে আমাদের ?—ওরে, শালারা গোয়েন্দা—বাঁধ্‌ ব্যাটাদের।—

ব্রাহ্মণ। দোহাই বাবা ! মিথ্যা কথা নয় !

দস্যু। আমি বুঝেছি ;—বাঁধ বেটাদের।

ব্রাহ্মণ। দোহাই বাবা !

দস্যু। চোপ্—এখনি গদ্দান নেব;—বাড়ীতে চিঠি লেখ্—দু' কোটি মোহর! আর বামুন—তুই যেখানে যা পেয়েছিস্, সব দিবি—তবে ছেড়ে দেব। ওরে, লুকো তো—লুকো তো,—কে আস্‌চে দেখি—

ব্রাহ্মণ। বাবা, ওই সে বেটা,—ও বেটাকে খুন কর,—যা চাও দেব!

দস্যু। নিশ্চয় গোয়েন্দা! লুকো তো দেখি—আজ সব শালাকে কালীমায়ের হোথা কোপ্ দেব।

অন্তরালে অবস্থান

একদিকে কাশ্যপ অপরদিকে সিদ্ধার্থের প্রবেশ

কাশ্যপ। কোথা যাও, হে পথিক,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর দস্যুর আবাস স্থানে?
ফিরে যাও—হারাইবে প্রাণ!
জানে মোরে তাপস বলিয়ে,
এই হেতু নাহি বধে প্রাণে;
কিন্তু তোমারে বাঁচাতে শক্তি মোর নাই!
তেজঃপুঞ্জ হেরি তব দেহ মনোহর;
রাজচক্রবর্ত্তী সম লক্ষণ-দর্শনে—
বুঝি বা এ ছদ্মবেশ তব;
অধিক কি কব—
ছদ্মবেশ হয় মম জ্ঞান;
হেরিয়ে লক্ষণ—
জ্ঞান হয় নৃপতি-নন্দন;
পরিচ্ছদ অভিনব তব—
কোন সম্প্রদায় নাহি পরে হেন বেশ।

সিদ্ধার্থ। মহাশয়,
বহু শ্রমে লভিয়াছি অমূল্য রতন—

সামান্য রতন হেতু ভ্রমে দস্যুগণ—
অগণন করে পাপ!
ঘুচাইব তাপ,—
অমূল্য রতন ধন করি' বিতরণ।

কাশ্যপ। আসিয়াছ দস্যুগণে বিলা'তে রতন?

সিদ্ধার্থ। রাজা, প্রজা, দীন বা দুর্জ্জন,
সবাকারে বিলা'ব রতন—
রত্ন দেব যাহারে দেখিব;
এই হেতু ভ্রমি দেশে দেশে।

কাশ্যপ। (স্বগত) এ কি বাতুল!
(প্রকাশ্যে)
কি হেতু না দেহ রত্ন মোরে?

দস্যু। (নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া)
ওরে, বাঁধ—বাঁধ; টাকা আছে—টাকা আছে—

দস্যুগণের প্রবেশ

সিদ্ধার্থ। বৎস, আপনি এসেছি—
কোন্ কার্য্যে বাঁধিবে আমারে?
যদি তব হয় প্রয়োজন,
করহ বন্ধন—তাহে নাহি মম মানা;
কিন্তু পূর্ণ কর মনের কামনা—
লহ, বৎস, এনেছি যে ধন।

দস্যু। কই দে—তোর ধন কোথায়?

সিদ্ধার্থ। জ্ঞান-রত্ন করিতে অর্পণ,
মম আগমন;
লহ রত্ন প্রয়োজন যার;—

দূরে যাবে অজ্ঞান-আঁধার—
চিত্ত হবে বিকারবিহীন !
হের—মানবমণ্ডল
সুখ-আশে ভ্রমিছে সকল ;
ভেবে দেখ, কেবা সুখী ধরামাঝে ?
কেহ-সুখ-চিন্তা করে ধনে ;
কেহ দেখে রমণী-বদনে ;
অবিদ্যায় নিয়ত নাচায়—
সুখ-আশে ধায় ;—
কোথা সুখ ?—মৃত্যু-মুখে পশে শেষে !
ধন, জন, প্রণয়িনী নারী,
যায় পরিহরি—
নিস্তার নাহিক কারু !
তবে কেন বৃথা পরিশ্রম ?
কেন বৃথা অর্থ-উপার্জ্জন ?
বন্যপশুপ্রায়—
কি হেতু কাননে কর বাস ?
পলে পলে পরমায়ু কাল করে গ্রাস !
কিনিতে নৈরাশ
কি হেতু আয়াস এত ?
কাল-চক্র ঘোরে অনিবার !
বল কেবা কার ?
ভাসে জীব দুঃখের পাথারে—
তবু ভ্রান্ত মন, ত্যজি নিত্যধন,
ইন্দ্রিয়-লালসা রত !

অন্ধ আর রবে কত দিন ?
খোল রে নয়ন, হের নিত্যধন,
অনিত্য কর রে পরিহার !
মায়ার বিকারে
ভোগ-তৃষা কত সহ ?
কেন দিবা-নিশি দাবানলে দহ ?
তৃষ্ণা না মিটিবে ;
কর্ম্মভোগ ততই বাড়িবে—
দুঃখ-চক্রে ফিরিবে অনন্তকাল !
এস নব রাজ্যে,—
চির শান্তি করিছে বিরাজ—
রোগ-শোক-মৃত্যুভয় নাই—
আনন্দ সবাই—
নাহি প্রলোভন—
হিংসাকীট করে না দংশন—
আশায় না ফেলে আর দুঃখের সাগরে—
পরম পুলকে, নির্ব্বাণ-আলোকে,
অমৃত জীবন হয় লাভ !

দস্যু। ওরে! এ কি বলে রে ? ওরে! এ কি যাদুকর ? এ কি মন্তর ?—আমি যে আর চ'ল্‌তে পারিনি ! ঠাকুর, কি বল্লে ? মৃত্যু নাই ! —কারাগার-ভয় আছে ?

সিদ্ধার্থ। মুক্ত প্রাণ—ভয় কোথা তার ?
নাহি পাশ, নাহি ত্রাস, আনন্দ-আগার—
নিত্যসুখ-ধাম—পূর্ণ সর্ব্ব কাম—
অবিরাম শান্তি হৃদে করে বাস !

দস্যু। প্রভু, আমি আপনার চরণে শরণাগত—আমায় মহাভয় হ'তে মুক্ত কর। আমি দিবা-নিশি শয়নে, স্বপনে পদসঞ্চালনে শঙ্কিত হই—বৃক্ষপত্র-সঞ্চালনে শত্রু-আশঙ্কায় প্রাণ কুণ্ঠিত হয়—কারাগার আমার সম্মুখে নৃত্য করে—রাজদণ্ড প্রতিক্ষণে উদয় হয়! প্রভু, আমায় এই মহাত্রাস হ'তে উদ্ধার করুন।—ওরে, এদের বন্ধন খুলে দে—হিংসা দ্বেষ এ স্থানে আর না থাকে!

সিদ্ধার্থ। ধর—ধর নূতন নয়ন;
কর দরশন—
শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ করে খেলা;
অভিমানী মন
ভাবে সে সকল আপনার ক্রিয়া বলি!—
ভূতের ছলনে মন বাতুল হইয়া,
পাপক্রিয়া করে কত শত—
ভুঞ্জে নিজ কর্ম্মগত তাপ!
আর ইন্দ্রিয়ের ছলে ভুল'না ভুল'না—
সুখ-আশে মজ'না মজ'না—
অবিচ্ছিন্ন আনন্দ হইবে লাভ!
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" হৃদে দেহ স্থান—
কেহ নাহি হিংসিবে তোমায় আর;
ত্যজহ সংশয়,
কর চিত্ত পবিত্র আলয়—
ভব-ভয় নাহি রবে!

দস্যু। প্রভু! প্রভু! আমি তোমার দাস—তোমার কৃপায় আমি হতাশ-সাগর হ'তে উদ্ধার হলেম।

কাশ্যপ। তোমার এ কিরূপ উপদেশ? অহিংসা পরমধর্ম্ম স্বীকার

করি,—কিন্তু দেব-পূজায় জীব-হিংসা কর্‌তেই হবে—নচেৎ দেবতার পূজা হবে না। অগ্নিদেবের পূজায় আমি নিত্য বলি প্রদান করি; শাস্ত্রের বচন—অগ্নিদেব বলিদানে তুষ্ট; তুমি শাস্ত্রের বচন লঙ্ঘন কর্‌বার আদেশ দাও?

সিদ্ধার্থ। দেবতা যদ্যপি তুষ্ট হয় বলিদানে—
কহ, তবে দৈত্যের আচার কিবা?
দেবতা অক্ষম,
কর্ম্ম তব বলবান—
কর্ম্মে সুখ-দুঃখ করে দান!
রোগ, শোক, তাপ ভুঞ্জে নরে—
সকাতরে ডাকে দেবতায়—
উপায় কি হয় তায়?
দেবসাধ্য যদি হয় দুঃখ-বিমোচন—
তবে কেন দুঃখময় ধরা?
নিষ্ঠুর কি দেবগণে?—
মানব-যন্ত্রণা—
শুনেও না শুনে কাণে?
জানিহ নিশ্চয়,
কর্ম্মক্ষয় বিনা নাহি যাবে পরিতাপ।
যে ঈশ্বর নিরন্তর কষ্ট দেয় নরে,
দেবতা কেমনে বল তারে?
বলিদান কেন দেহ তুষ্টিহেতু তার?
কর আত্ম-অধিকার—
ইন্দ্রিয়-সংযমে দেহ মন;
পাপের বর্জ্জন—ধর্ম্ম-উপার্জ্জন—
অনুক্ষণ সঙ্কল্প রাখহ দৃঢ়;

আত্মবৎ ভাব সর্ব্বভূতে ;
কদাচিৎ চিতে হিংসা নাহি দেহ স্থান।
বিষম অপক্ষপাতী বহিছে নিয়ম—
কর্ম্মফল না হয় খণ্ডন ;
যত্ন করি পাপকর্ম্ম কর পরিহার—
হিংসা সম পাপ নাহি আর ;
ভব-দুঃখে পাইবে নিস্তার—
প্রবেশিবে শান্তি-অধিকারে !
কামনায় দেব-উপাসনা—
যত দিন কামনা রহিবে,
পাপমতি দূর নাহি হবে ;
আত্মবোধ পরহিংসা করিবে কল্পনা—
বাড়িবে যন্ত্রণা !
সযতনে ধীর জনে কামনা ত্যজিবে !

কাশ্যপ। প্রভু, সুখ-লিপ্সা করিয়ে যতন,
নিবিড় আঁধারমাঝে করেছি ভ্রমণ—
খুলিল নয়ন, তব চরণ-কৃপায় ;
কার্য্য ব্রহ্ম—কার্য্যে করি নমস্কার !
আর হিংসা না করিব—
শাস্ত্রের বচনে আর নাহি হব প্রতারিত—
নিজ হিতে না করিব অন্য জীব হত।
হায় ! হায় ! এতদিন বুঝে নাই মন—
বলি-পশুগণ—
মরণ-যন্ত্রণা সহে মানব সমান।
পরের পীড়ায়—

ইষ্ট-সিদ্ধ কভু নাহি হয় ;
সনাতন ধর্ম্মলাভ হ'ল এত দিনে !

ব্রাহ্মণ। প্রভু, অপরাধ ক্ষমা কর—আমরাও তোমার হিংসা কর্‌বার নিমিত্ত দস্যুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলাম।

বণিক। প্রভু, এ কর্ম্মফল কতদিনে খণ্ডন হবে ?

সিদ্ধার্থ। কর্ম্মফল না রহিবে আত্মবোধ ত্যাগে।
শুন সবে বচন আমার,
সত্য-উপার্জ্জনে কর্ত্তব্য বাড়িল আজি,—
অন্ধকারে ফিরে যত নর,
কর সবে আলোক প্রদান।
সাগরবেষ্টিত এই বিশাল মেদিনী—
আছে অগণন প্রাণী—
মুগ্ধ মহামোহ-অন্ধকারে,—
নূতন আলোক-দান করিব সবারে,
মানবের দুর্গতি করিব দূর।
চল, দেশে দেশে যাই—
মহারত্ন বিলাই সবারে। সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কপিলবাস্তু—বেণাবন

শুদ্ধোদন, গৌতমী ও মন্ত্রী

শুদ্ধো। বুঝিতে না পারি,—
মন্ত্রী, কিবা প্রয়োজনে আনিলে এখানে ?
নিবিড় অরণ্য-পার্শ্বে কি কাজ তোমার ?
তোমার বচনে আমি মন্ত্র-মুগ্ধপ্রায়

রাণীসহ আইনু হেথায় !
বর্ত্তমান ভুলি ভূতকালে ভ্রমে প্রাণ—
কত পূর্ব্বছবি ওঠে আজি স্মৃতি-পথে—
মনে জাগে বাছার বদন খানি !—
নাহি জানি কোথায় একাকী ভ্রমে !
আহা—রাজবংশধর ভিখারী হইল !
কোথা গেল ছাড়িয়ে আমায় ?—
কেন আজি আশা হয় উদ্দীপন ?

গৌতমী। সত্য, নাথ !
নাহি জানি কেন নাচে প্রাণ।
হ'তেছি অস্থির—স্তনে আসে ক্ষীর—
কত কথা ওঠে মনে !
কভু কাঁদে, কভু হাসে প্রাণ,
পূর্ব্বশোক কভু জাগে ;
ক্ষণে ক্ষণে যেন মনে হয়,
হারাধন ফিরে আসে গৃহে !
হায় ! আজি একি বিড়ম্বনা ?

শুদ্ধো। সত্য বল, মন্ত্রীবর, কিবা অভিপ্রায় ?
সংশয় না রাখ আর—
দারুণ সংশয়ে প্রাণ নাহি রবে ;
সত্য বল বিলম্ব না কর।
থর থর কাঁপে হিয়া—
যেন প্রাণ আসিতে বাহিরে,
বার বার বক্ষে করে করাঘাত !
এ কি ! এ কি ! বদ্ধ হয় শ্বাস—

ঘোরে মস্তিষ্ক আমার।
কি বিকার হ'ল আজি মম?

মন্ত্রী। ধৈর্য্য ধর, শুন মহারাজ,—
এই বনে বৈসে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী;
নিত্য নিত্য আসি' ভিক্ষা করে এ নগরে।
রাজকুলোদ্ভব—
অবয়ব হেরি' হয় জ্ঞান।
কিন্তু বহু দিন তত্ত্ব নাহি যার,
দৃঢ় করি নাম তার লইতে না পারি!
হের দূরে—
ধীরে ধীরে আসিছে সন্ন্যাসী।

গৌতমী। প্রাণাধিক পুত্র ওই সিদ্ধার্থ আমার!

শুদ্ধো। মন্ত্রী, ধর—ধর, সত্য কি স্বপন,
হয় মতি-ভ্রম!
দেহভার চরণ না বহে!

মন্ত্রী। মহারাজ! ধৈর্য্য ধর—
চাঞ্চল্যের নহে এ সময়।

শুদ্ধো। রাণি—রাণি!—

গৌতমী। মহারাজ, কোথা আমি!
কই পুত্র মম?

শুদ্ধো। স্থির কর মন—
সত্য মিথ্যা করহ নির্ণয়;
সত্য কি কুমার?—
কিম্বা তদাকারে অন্য কেহ?

গৌতমী। নিশ্চয় সিদ্ধার্থ মোর!

আশৈশব করেছি পালন—
যোগী-বেশে ভুলাতে কি পারে মোরে ?
যাই আমি—
অঞ্চলের নিধি আনি ধ'রে।

শুদ্ধো। হৃদিবেগ কর সম্বরণ—
রাজপুরে কলঙ্ক না হয় !
পরিচয় অগ্রে লব ;
বহু দিন নিরুদ্দেশ যেই—
সহসা কেমনে লব কুলে !

গৌতমী। কাজ নাই কুলে ;—
পুত্র করি কোলে !

শুদ্ধো। কেন, রাণি, হতেছ চঞ্চল ?
তোমা সম অন্তর বিকল মম,
তবু ধৈর্য্যে বাঁধি প্রাণ !

সিদ্ধার্থের প্রবেশ

মন্ত্রী। কে তুমি সন্ন্যাসী-বেশে ভ্রম রাজ-পথে ?
কহ, কে বা তুমি—কোন্ বংশজাত ?
নৃপতি যাচেন পরিচয়।

সিদ্ধার্থ। ভিক্ষাজীবী—বাস মম যথায় তথায়।

শুদ্ধো। (স্বগত)
সেই স্বর !—নিশ্চয় কুমার মম !
(প্রকাশ্যে)
কহ, হে সন্ন্যাসী,
কোন্ বিধি-মতে ত্যজি' কুলাচার,
রাজপুত্র—ভ্রমিতেছ ভিক্ষুকের বেশে ?

সিদ্ধার্থ। মহারাজ, নহি আমি রাজার কুমার ;
পূর্ব্বতন বোধি-বংশে জনম আমার—
কুল-ব্রত অনুসারে ভিক্ষা-পাত্র করে,
ভ্রমি আমি দেশে দেশে।

শুদ্ধো। দেহ সত্য পরিচয়—
মিথ্যা বাক্যে হয় ধর্ম্মনাশ !

সিদ্ধার্থ। শুন নৃপমণি, নহে মিথ্যা বাণী ;
মায়া-জন্ম রাজবংশে মম—
মায়া-জন্মে তুমি পিতা—
মায়া জন্মে রাজার কুমার।
ছিল পুত্র-পরিবার—
জ্ঞান-সূর্য্যোদয়ে ভাঙ্গিয়াছে ঘুম-ঘোর ;
স্বপ্ন নাহি আর—
চৈতন্য নেহারি' !—বোধি-বংশোদ্ভব আমি—
নিত্য আমি—
নাহি জন্ম—নাহিক মরণ—
নাহি নাম ধাম—উপাধিরহিত।
সাধিবারে মানবের হিত,
ভ্রমি দ্বারে দ্বারে ;
যেবা চায় জ্ঞানালোক দিব তারে—
এই মহাকার্য্য মম ভবে।

শুদ্ধো। বাপধন ! বহু দিন করেছি রোদন—
এস ঘরে কুমার আমার !
রাজ্য-ধন সকলি তোমার বৎস !

গোতমী। বাবা সিদ্ধার্থ, মায়ের প্রাণে আর ব্যথা দিস্‌নি।

সিদ্ধার্থ। বৃথা মায়া করহ বর্জ্জন ;
ধর—ধর অমূল্য রতন !
ওঠ না—ওঠ না—
নিদ্রাবশে থেক' না—থেক' না ;—
কর উপাধি-বর্জ্জন—ত্যজ রাজ্য-ধন—
ধর্ম্মে মন করহ নিবেশ ;
পা'বে নির্ব্বাণ-রতন—
এড়াইবে জন্ম-মৃত্যু-দায় !
উদয়সময় গেলে আর না ফিরিবে।—
কেহ নহে কার—অনিত্য সংসার—
জ্ঞান-দৃষ্টে কর দরশন।

শুদ্ধো। খুলেছে নয়ন—ভিক্ষা-পাত্র দেহ মোরে।

গৌতমী। এ কি হেরি নূতন সংসার ?—
আনন্দ—আনন্দময় !

মন্ত্রী। এস, শান্তি ! বস রে হৃদয়ে—
দূরে যা রে মিছার সংসার জ্ঞান !

সিদ্ধার্থ। বহু কার্য্য আছে এ নগরে ;
কার্য্য মম আছে অন্তঃপুরে—
জ্ঞানরত্নবিতরণে আছি প্রতিশ্রুত।

সকলের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান

তরুতলে সিংহাসনোপরি সিদ্ধার্থের রাজবেশ—পার্শ্বে গোপা উপবিষ্টা

গোপা। এই তমালে বসিয়া কোকিল করিত গান ;
প্রাণকান্ত সনে
হেরিতাম উষার কাঞ্চনঘটা !
প্রাণনাথ সন্ন্যাসী আমার—
দাসী তাঁর সন্ন্যাসিনী !
আরে তরুণ তপন !
ত্রিভুবন কর দরশন—
ভ্রম নানা দেশে—
দেখেছ কি প্রাণেশে আমার ?
শুন ভানু, আছে তনু দরশন আশে।
কেন নাহি জানি—
আশা নারি দিতে বিসর্জ্জন !
এই দেখ, যত্ন করি' রেখেছি ভূষণ—
নিজ হাতে পরাইব প্রাণনাথে !
ওরে তরু ! ভালবাসি তোরে ;—
করে কর ধরিয়ে আদরে
বসিতাম তোর মূলে ;—
ভুলি নাই—ভুলিব না এ জনমে !
তাই ত্যজিয়ে আবাস—
তোর তলে করি বাস।

গৃহ মম শ্মশান সমান—
প্রাণকান্ত ত্যজে গেছে গৃহ !
কোথা প্রাণনাথ !
হয় নি কি কার্য্য-অবসান ?
এস ফিরে ;
যত্ন করে শ্রম করি দূর—
এস, হৃদয়ের নিধি,
বিশ্রাম করহ হৃদে !
কোথা পতি ? সতী ডাকে সকাতরে—
এস ঘরে, মুছাও নয়ন-ধার তার ।
কর শান্ত, প্রাণকান্ত, অনাথা কিঙ্করী !
তোমা স্মরি' আছি প্রাণ ধরি ;—
যদি প্রাণ যায়—
দেখা আর না হইবে !
এস—এস—বিলম্ব ক'র না,
বুঝি প্রাণ নাহি রহে !—

সিদ্ধার্থের প্রবেশ ও তৎপ্রতি গোপার দৃষ্টি-পতন

প্রাণনাথ ! এত দিনে পড়েছে কি মনে ?

সিদ্ধার্থ । ওঠ, ওঠ জীবন-সঙ্গিনী—
ওঠ সন্ন্যাসিনী !
মায়া-মোহ কর পরিহার—
জাগাইয়া পূর্ব্ব-স্মৃতি করহ স্মরণ,
কতবার করিয়াছি জনম-গ্রহণ ।
জন্ম-মৃত্যু ঘুচেছে এবার,
একাকার—একাধার—নির্ব্বাণ-আগারে

জন্ম-মৃত্যু ফুরাইল !
কেন খেদ কর আর ?

গোপা। খেদ নাহি আর ;
হেরি' দিনমণি নলিনী কি করে খেদ ?
কিন্তু—এ বিচ্ছেদ-গাথা কভু না ফুরাবে—
চিরদিন কথা রবে ভবে !
সহিল আমার ;—
এ দশা না হয় যেন কার—
এই মাত্র ভিক্ষা পদে !

সিদ্ধার্থ। যে শুনিবে এ বিচ্ছেদ-গাথা,
রোগ-শোক-মৃত্যুভয় হবে নাশ—
অবিচ্ছেদ বহিবে আনন্দ-স্রোত হৃদে—
পরলোকে নির্ব্বাণ লভিবে !

রাহুলের প্রবেশ

গোপা। এস বৎস, পিতৃধনে তুমি অধিকারী।
সন্ন্যাসী জনক তোর সন্ন্যাসিনী মাতা—
রাজবেশ তোমারে না সাজে !
কর পিতৃ-দরশন—
চরণে মাগিয়ে লহ অমূল্য রতন।

রাহুল। পিতা, পিতা ! পুত্রে দেহ সম্পত্তি তোমার ;
সার্থক জনম—পিতা যার ভুবন-পাবন।

সিদ্ধার্থ। (রাহুলের হস্তে ভিক্ষা-পাত্র দিয়া)
বৎস, বহু পুণ্যে তোমা সম পেয়েছি নন্দন।

গোপা। (রাহুলকে সন্ন্যাসীর বেশ পরাইতে পরাইতে)

মা হ'য়ে পরাই তোরে সন্ন্যাসীর বেশ !
ত্যজি' মণি-কাঞ্চন-ভূষণ—
পিতৃধন করহ গ্রহণ।
এ রতন নাহি পায় রাজ্য বিনিময়ে !

শুদ্ধোদন গৌতমী, বালকগণ এবং শিষ্যগণের প্রবেশ

বালকগণ। ভাই, রাহুল ! আমরা তোমার সঙ্গে যাব।

রাহুল। এস, ভাই, নিত্যধামে খেলিব সকলে মিলি।

সিদ্ধার্থ, গোপা ও রাহুলকে বেষ্টন করিয়া

অপর সকলের গীত

দেশ-মিশ্র—একতালা

পুরুষ। চল যাই দেশ-বিদেশে, ঘরে ঘরে করি গান ;
স্ত্রী। কে কোথায় আয় রে ত্বরা, নিবি যদি নূতন প্রাণ।
সকলে। ঘুচ্‌লো ভব-ভয় !—
শুন ভাই জরা-মরণ নাই।
পুরুষ। নাইক ভ্রান্তি হৃদে শান্তি বিরাজে সদাই।
স্ত্রী। এস, বুদ্ধদেবের দিই সবে দোহাই ;
সকলে। জয় জয় সবাই মিলে গাই।
পুরুষ। দিয়েছ পরম রতন করুণানিদান,
স্ত্রী। ধরে না প্রাণে সুধা বইছে কাণে কাণে ;
সকলে। ঘুচ্‌লো ভব-ভয়।

যবনিকা পতন

"বুদ্ধদেব-চরিত"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

স্বত্বাধিকারী—স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু, স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র,
স্বর্গীয় হরিপ্রসাদ বসু ও স্বর্গীয় দাসুচরণ নিয়োগী।

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক	...	...	স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ।
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	...	" { বেণীমাধব ঘোষাল। রামতারণ সান্যাল।
রঙ্গভূমি-সজ্জাকর	...	...	" { জহরলাল ধর। দাসুচরণ নিয়োগী।

প্রথম অভিনয় রজনীর প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ :—

সিদ্ধার্থ (বুদ্ধদেব)	...	...	স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র।
শুদ্ধোদন	...	...	" উপেন্দ্রনাথ মিত্র।
গণকদ্বয় ও সিদ্ধার্থের শিষ্যদ্বয়	...	...	" অমৃতলাল বসু ও স্বর্গীয় বেলবাবু।
বিষ্ণু	...	...	" কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়।
রাহুল	...	...	শ্রীমতী পুঁটুরাণী।
ছন্দক	...	...	স্বর্গীয় অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলবাবু)
শ্রীকালদেবল ও কাশ্যপ	...	...	" মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী।
ব্রাহ্মণ	...	...	" নীলমাধব চক্রবর্ত্তী।
বিদুষক	...	...	" শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।
নালক	...	...	" শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (রাণুবাবু)
বিম্বাসার ও বণিক	...	...	" প্রবোধচন্দ্র ঘোষ।
মার	...	...	" অঘোরনাথ পাঠক।
আত্মবোধ ও দয়া	...	...	স্বর্গীয়া ক্ষেত্রমণি দেবী।
সন্দেহ	...	...	স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র দাস।

মন্ত্রী	...	...	স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষাল।
রাখাল	...	...	„ অনুকুলচন্দ্র বটব্যাল (Angas)
রুগ্ন	...	...	„ প্রাণকৃষ্ণ শীল।
মহামায়া	...	...	পরলোকগতা বনবিহারিণী দাসী (ভুনি)
গৌতমী	...	...	পরলোকগতা গঙ্গামণি দাসী।
গোপা	...	...	শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী।
পুত্রহারা রমণী	...	...	পরলোকগতা ক্ষেত্রমণি দেবী।
সুজাতা	...	...	” প্রমদাসুন্দরী দেবী।
পূর্ণা ও রাণীর সখী	...	...	পরলোকগতা কুসুমকুমারী (খোঁড়া)
দেববালাদ্বয়	...	...	” ভূষণকুমারী ও কুসুমকুমারী (ঐ)

☞ 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত তালিকা হইতে উপরোক্ত নাম সকল উদ্ধৃত হইল।



মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি স্বতন্ত্রাকারে পাওয়া যায়